Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নিকটাত্মীয়র হক ও অধিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কারিমা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০২৯৬

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নিকটাত্মীয়র হক ও অধিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কারিমা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০২৯৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নিকটাত্মীয়র হক ও অধিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কারিমা আক্তার, আইডিঃ ২৩১০০১২০২৯৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নিকটাত্মীয়র হক ও অধিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

কারিমা আক্তার

আইডিঃ ২৩১০০১২০২৯৬
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা : 5

অধ্যায় ১ নিকটাত্মীয়ের পরিচয় ও সংজ্ঞা 7

অধ্যায় ২ কুরআনের আলোকে আত্মীয়ের অধিকার 16

অধ্যায় ৩ হাদিসের আলোকে আত্মীয়তার গুরুত্ব 22

অধ্যায় ৪ নিকটাত্মীয়ের বিভিন্ন হক ও অধিকার 29

অধ্যায় ৫ পিতা-মাতার বিশেষ অধিকার 36

অধ্যায় ৬ নারী আত্মীয়দের অধিকার 43

অধ্যায় ৭ এতিম ও অসহায় আত্মীয়ের অধিকার 50

অধ্যায় ৮ আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ 57

অধ্যায় ৯ আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ক্ষতি 64

অধ্যায় ১০ আধুনিক সমাজে আত্মীয়তার সংকট 71

অধ্যায় ১১ বাংলাদেশের সমাজে বাস্তব চিত্র 78

অধ্যায় ১২ ইসলামের সমাধান ও করণীয় 85

অধ্যায় ১৩ ইসলামী আইন ও আত্মীয়ের অধিকার 93

অধ্যায় ১৪ অন্যান্য ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার সাথে ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা 101

উপসংহার 109

ভূমিকা :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে সুষম ও কল্যাণকর দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং নিকটাত্মীয়দের হক ও অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা। পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি এবং আত্মীয়তার বন্ধন সেই ভিত্তিকে সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল রাখার অন্যতম প্রধান উপাদান। তাই ইসলাম পারিবারিক সম্পর্কের উন্নয়ন, পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। সে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা ছাড়া স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষ বিভিন্ন আত্মীয়তার বন্ধনের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। কুরআন ও সুন্নাহতে আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণ, তাদের খোঁজখবর নেওয়া, বিপদে-আপদে সাহায্য করা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের বিষয়ে অসংখ্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো" (সূরা আল-ইসরা: ২৬)। অন্যত্র তিনি ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা আন-নাহল: ৯০)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সম্পর্ক ছিন্ন করাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমান যুগে আধুনিক জীবনযাত্রা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব এবং সম্পত্তিগত বিরোধের কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফলে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কুরআন ও

সুন্নাহর আলোকে নিকটাত্মীয়ের হক ও অধিকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই গবেষণায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিকটাত্মীয়ের পরিচয়, তাদের মর্যাদা, হক ও অধিকার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব এবং বর্তমান সমাজে এ সম্পর্কের অবক্ষয়ের কারণ ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রকৃত গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

অধ্যায় ১ নিকটাত্মীয়ের পরিচয় ও সংজ্ঞা

১.১ নিকটাত্মীয় বলতে কী বোঝায়

নিকটাত্মীয় বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝায় যাদের সাথে রক্ত, বিবাহ অথবা পারিবারিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলামী পরিভাষায় এদেরকে "যবিল কুরবা" বা "যুল কুরবা" বলা হয়। কুরআনুল কারিমে আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণ ও তাদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক মানবসমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালোবাসা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে শুধুমাত্র সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে নয়; বরং ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

আরবি আয়াত

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

বাংলা অর্থ

"আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও (তাদের অধিকার দাও)।" **(সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৬)**

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আত্মীয়দের অধিকার প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, আত্মীয়দের অধিকার বলতে তাদের প্রতি সদাচরণ, আর্থিক সহায়তা, খোঁজখবর নেওয়া এবং বিপদে পাশে দাঁড়ানোকে বোঝানো হয়েছে।

নিকটাত্মীয়রা মানুষের সুখ-দুঃখের সবচেয়ে কাছের সঙ্গী। তাদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হলে পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

১.২ ইসলামে আত্মীয়তার ধারণা

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ককে "সিলাতুর রাহিম" বলা হয়। এটি এমন একটি সম্পর্ক যা পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাকে ঈমানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

আরবি আয়াত

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى

বাংলা অর্থ

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না; আর পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ কর।" (সূরা আন-নিসা: ৩৬)

তাফসিরমূলক আলোচনা

এই আয়াতে আল্লাহর ইবাদতের পরপরই পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি আত্মীয়তার গুরুত্বের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইসলাম চায় পরিবার ও আত্মীয়তার বন্ধন অটুট থাকুক, কারণ শক্তিশালী পরিবারই একটি শক্তিশালী সমাজ গঠনের ভিত্তি। উপরোক্ত আয়াতে আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ।

১.৩ "সিলাতুর রাহিম" এর অর্থ

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাকে সিলাতুর রাহিম (صلة الرحم) বলা হয়।

শব্দগত অর্থ

صلة (সিলাহ) = সংযোগ স্থাপন করা

الرحم (রাহিম) = আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক

অতএব, সিলাতুর রাহিম অর্থ হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা, খোঁজখবর নেওয়া এবং প্রয়োজনের সময় সহযোগিতা করা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

আরবি হাদিস

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

বাংলা অর্থ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬১৩৮)

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাকে ঈমানের দাবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন কখনো আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না।

১. ৪ আত্মীয়তার সম্পর্কের উৎপত্তি ও মর্যাদা

আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষের সৃষ্ট নয়; বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত সম্পর্ক।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

আরবি হাদিস

إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ

বাংলা অর্থ

"আত্মীয়তার সম্পর্ক রহমান (আল্লাহ)-এর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ বন্ধন।" (সহিহ বুখারি)

ব্যাখ্যা

এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, আত্মীয়তার সম্পর্কের সাথে আল্লাহর রহমতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

১. ৫ কারা নিকটাত্মীয় হিসেবে গণ্য

ইসলামে যেসব ব্যক্তি রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত, তারা নিকটাত্মীয় হিসেবে বিবেচিত। ইসলামে নিকটাত্মীয়দের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

(ক) ঊর্ধ্বতন আত্মীয়

যারা বংশগতভাবে উপরের স্তরে অবস্থান করেন–

- পিতা

- মাতা
- দাদা
- দাদি
- নানা
- নানি

এদের প্রতি সম্মান, আনুগত্য এবং সেবা করা ইসলামী দায়িত্ব।

(খ) সমপর্যায়ের আত্মীয়

- ভাই
- বোন
- চাচাতো ভাই-বোন
- মামাতো ভাই-বোন
- খালাতো ভাই-বোন
- ফুফাতো ভাই-বোন

এদের সাথে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা প্রয়োজন।

(গ) নিম্নতন আত্মীয়

- ছেলে
- মেয়ে
- নাতি
- নাতনি
- তাদের সুশিক্ষা, ভরণপোষণ ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব পরিবারের ওপর বর্তায়।

(ঘ) পার্শ্বীয় আত্মীয়

- চাচা
- ফুফু
- মামা
- খালা

ইসলামে তাদের প্রতিও সদাচরণ ও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে।

১. ৬ রক্তের সম্পর্ক বনাম বৈবাহিক সম্পর্ক

রক্তের সম্পর্ক বলতে বংশগত সম্পর্ককে বোঝায়। অন্যদিকে বৈবাহিক সম্পর্ক হলো বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পর্ক।

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক দুই প্রকার–

১. রক্তের সম্পর্ক (Blood Relation)

যেসব সম্পর্ক জন্মসূত্রে সৃষ্টি হয়।

যেমন–

- পিতা-মাতা
- ভাই-বোন
- দাদা-দাদি
- নানা-নানি
- চাচা-ফুফু
- মামা-খালা

২. বৈবাহিক সম্পর্ক (Marital Relation)

যেসব সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

যেমন–

- শ্বশুর
- শাশুড়ি
- জামাতা
- পুত্রবধূ
- দেবর
- ননদ

ইসলাম উভয় সম্পর্কের প্রতিই সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে।

১. ৭ বৈবাহিক আত্মীয়দের সাথে ইসলামের হক ও অধিকার

ইসলাম বৈবাহিক আত্মীয়দের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। অনেক সময় মানুষ শুধুমাত্র রক্তের আত্মীয়দের গুরুত্ব দেয়, কিন্তু ইসলামে বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতিও সদাচরণ, সম্মান ও দায়িত্ব পালনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বিবাহের মাধ্যমে দুটি পরিবারের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তা পারিবারিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সম্প্রীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্বশুর-শাশুড়ির অধিকার

ইসলামে শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি সম্মান ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। একজন স্ত্রী যেমন স্বামীর পিতা-মাতাকে সম্মান করবে, তেমনি একজন স্বামীও স্ত্রীর পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করবে।

অনেক সময় দেখা যায়, পারিবারিক কলহের প্রধান কারণ হয় শ্বশুরবাড়ির সাথে অসদাচরণ। ইসলাম এ ধরনের আচরণকে নিরুৎসাহিত করেছে। কারণ পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে পারস্পরিক সম্মান অত্যন্ত জরুরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো।” – **সূরা আল-বাকারাহ: ৮৩**

এই আয়াতের সাধারণ নির্দেশনার মধ্যে বৈবাহিক আত্মীয়রাও অন্তর্ভুক্ত।

জামাতা ও পুত্রবধূর অধিকার

ইসলামে জামাতা ও পুত্রবধূকে পরিবারের সদস্য হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাদের সাথে অপমানজনক আচরণ করা বা অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা ইসলামী নৈতিকতার পরিপন্থী। পুত্রবধূকে পরিবারের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। একইভাবে জামাতার প্রতিও সম্মান ও সৌজন্যমূলক আচরণ করা প্রয়োজন।

দেবর, ননদ ও অন্যান্য বৈবাহিক আত্মীয়ের সাথে আচরণ

দেবর, ননদ, ভাশুর, শ্যালক ও অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা পারিবারিক সম্প্রীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অহংকার, ঈর্ষা ও পারিবারিক রাজনীতি সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। ইসলাম পরস্পরের প্রতি দয়া, ক্ষমাশীলতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়।

বৈবাহিক আত্মীয়দের সাথে সদাচরণের গুরুত্ব

একটি সুন্দর বৈবাহিক সম্পর্ক শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে না; বরং উভয় পরিবারের সাথে সুসম্পর্কের ওপরও নির্ভরশীল। বৈবাহিক আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করলে পরিবারে শান্তি বজায় থাকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ভালো পারিবারিক শিক্ষা লাভ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।" – **সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৩৮৯৫**

এই হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায় যে পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তম আচরণ করা একজন মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

বৈবাহিক আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব

- শ্বশুর-শাশুড়ির সম্মান রক্ষা করা
- পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখা
- প্রয়োজনে সাহায্য করা
- কটূক্তি ও অপমান এড়িয়ে চলা
- পারিবারিক দ্বন্দ্বে ধৈর্য ধারণ করা
- আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করা
- বর্তমান সমাজে বৈবাহিক আত্মীয়তার সংকট

বর্তমান সমাজে অনেক পরিবারে শ্বশুরবাড়িকেন্দ্রিক বিরোধ দেখা যায়। অহংকার, ভুল বোঝাবুঝি, আর্থিক সমস্যা এবং পারিবারিক হস্তক্ষেপের কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পারস্পরিক সম্মান, ধৈর্য, সহনশীলতা ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ বৈবাহিক সম্পর্ক

ইসলাম পরিবারকে ভালোবাসা, দয়া ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চায়। একজন মুসলমানের দায়িত্ব হলো নিজের বৈবাহিক আত্মীয়দের সাথে এমন আচরণ করা যাতে পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষায় কোমল আচরণ ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছেন। তাই বৈবাহিক আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করা শুধুমাত্র সামাজিক ভদ্রতা নয়; বরং এটি ইসলামী চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

১. ৮ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু সামাজিক কল্যাণই বয়ে আনে না; বরং এটি আখিরাতের সফলতারও অন্যতম মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

আরবি হাদিস

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

বাংলা অর্থ

"যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং তার আয়ুতে বরকত দেওয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" **(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৯৮৬)**

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে–

১. রিজিকে বরকত বৃদ্ধি

২. জীবনে কল্যাণ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

১. ৯ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সামাজিক গুরুত্ব

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে –

- পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।
- সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
- একাকীত্ব দূর হয়।
- পারিবারিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত থাকে।
- সমাজে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

যে সমাজে পারিবারিক সম্পর্ক শক্তিশালী থাকে, সেই সমাজে অপরাধ, মানসিক অবসাদ এবং সামাজিক অস্থিরতা তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়।

অধ্যায় ২ কুরআনের আলোকে আত্মীয়ের অধিকার

২.১ ভূমিকা

মানবজীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি মহান নিয়ামত। ইসলাম মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আত্মীয়তার বন্ধনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। কুরআনুল কারিমে বহু স্থানে আত্মীয়দের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ, তাদের প্রয়োজন পূরণ, আর্থিক সহযোগিতা, খোঁজখবর নেওয়া এবং বিপদে পাশে দাঁড়ানো একজন মুসলমানের দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ককে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আত্মীয়দের অধিকার আদায় শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। কুরআনের আলোকে আত্মীয়দের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলে ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধের সৌন্দর্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

২.২ আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ

ইসলাম আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার ও সদাচরণের পাশাপাশি আত্মীয়দের অধিকার আদায়ের বিষয়টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

আরবি আয়াত

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

বাংলা অর্থ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের প্রাপ্য) দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" **(সূরা আন-নাহল: ৯০)**

তাফসির ও বিশ্লেষণ

এই আয়াতকে কুরআনের অন্যতম ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলা হয়। এখানে তিনটি কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

১. ন্যায়বিচার (العدل)
২. উত্তম আচরণ (الإحسان)
৩. আত্মীয়দের অধিকার প্রদান (إيتاء ذي القربى)

মুফাসসিরগণ বলেছেন, "আত্মীয়দের অধিকার" বলতে শুধু অর্থ প্রদান নয়; বরং খোঁজখবর নেওয়া, অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া, দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানো, মানসিক সমর্থন দেওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাও অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়ার পরিবর্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি সময় ব্যয় করে। ফলে বাস্তব পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কুরআনের এই নির্দেশনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আত্মীয়দের অধিকার রক্ষা করা একজন মুসলমানের মৌলিক দায়িত্ব।

২.৩ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ

কুরআনুল কারিমে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আরবি আয়াত

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

বাংলা অর্থ

"তবে কি তোমাদের থেকে এ আশঙ্কা করা যায় যে, যদি তোমরা ক্ষমতা লাভ কর, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে?" **(সূরা মুহাম্মাদ: ২২)**

ব্যাখ্যা

এখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়া শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়; বরং সামাজিক অবক্ষয়েরও একটি বড় কারণ।

গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

আত্মীয়তার সম্পর্ক সামাজিক নিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি। যখন পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যে সহযোগিতা থাকে, তখন সমাজে অপরাধ, মানসিক চাপ ও সামাজিক অস্থিরতা কমে যায়। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন হলে মানুষ একাকীত্ব, হতাশা এবং পারিবারিক সংকটে পড়ে।

২.৪ আত্মীয়দের অধিকার আদায়ের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা আত্মীয়দের নির্দিষ্ট অধিকার প্রদানের আদেশ দিয়েছেন।

আরবি আয়াত

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

বাংলা অর্থ

"আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর, আর মিসকিন ও মুসাফিরকেও (তাদের অধিকার দাও)।" **(সূরা আল-ইসরা: ২৬)**

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে "حقه" (তার অধিকার) শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণ কোনো দয়া নয়; বরং এটি তাদের ন্যায্য অধিকার।

- আত্মীয়দের প্রাপ্য অধিকার
- আর্থিক সহযোগিতা
- সম্মানজনক আচরণ

- খোঁজখবর নেওয়া
- অসুস্থতায় পাশে থাকা
- দুঃখ-কষ্টে সহমর্মিতা প্রকাশ
- পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখা

২.৫ পিতা-মাতার মাধ্যমে আত্মীয়তার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে আত্মীয়তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আরবি আয়াত

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

বাংলা অর্থ

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা তাঁর ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" **(সূরা আল-ইসরা: ২৩)**

বিশ্লেষণ

আল্লাহর ইবাদতের পরপরই পিতা-মাতার অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব কত বেশি।

২.৬ উত্তরাধিকারের অধিকার

ইসলাম সর্বপ্রথম নারীদের ও আত্মীয়দের উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করেছে।

আরবি আয়াত

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

বাংলা অর্থ

"পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায়, তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও অংশ রয়েছে।" **(সূরা আন-নিসা: ৭)**

ব্যাখ্যা

ইসলাম আগমনের পূর্বে নারীরা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। কুরআন নারীদের নির্ধারিত অংশ প্রদান করে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশসহ অনেক সমাজে এখনো নারীদের উত্তরাধিকার বঞ্চিত করার প্রবণতা দেখা যায়। এটি কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার পরিপন্থী।

২.৭ অসহায় ও দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্য

কুরআন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত আত্মীয়দের সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করেছে।

আরবি আয়াত

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

বাংলা অর্থ

"তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করে।" **(সূরা আল-ইনসান/আদ-দাহর: ৮)**

বিশ্লেষণ

যদিও এখানে সাধারণভাবে মিসকিন ও এতিমের কথা বলা হয়েছে, তবে আত্মীয়দের মধ্যে যারা দরিদ্র ও অসহায় তাদের সাহায্য করা আরও বেশি ফজিলতপূর্ণ।

২.৮ এতিম আত্মীয়দের অধিকার

ইসলাম এতিমদের অধিকার রক্ষায় অত্যন্ত কঠোর।

আরবি আয়াত

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

বাংলা অর্থ

"অতএব, তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।" **(সূরা আদ-দুহা: ৯)**

ব্যাখ্যা

এতিম আত্মীয়দের প্রতি অবহেলা করা ইসলামে গুরুতর অপরাধ। বরং তাদের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও সম্পদ সংরক্ষণ করা ইসলামী দায়িত্ব।

২.৯ আত্মীয়দের সাথে ন্যায়বিচার

ইসলাম আত্মীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নয়; বরং ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়।

আরবি আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

বাংলা অর্থ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়।" **(সূরা আন-নিসা: ১৩৫)**

বিশ্লেষণ

আত্মীয়দের ভালোবাসা কখনো অন্যায়ের সমর্থনে পরিণত হতে পারে না। ইসলামে ন্যায়বিচার আত্মীয়তার চেয়েও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

অধ্যায় ৩ হাদিসের আলোকে আত্মীয়তার গুরুত্ব

৩.১ ভূমিকা

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। পবিত্র কুরআনে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাদিসসমূহের মাধ্যমে এ সম্পর্কের গুরুত্ব, ফজিলত এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয়াবহ পরিণতি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ককে "সিলাতুর রাহিম" নামে অভিহিত করা হয়েছে। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা মানুষের ঈমান, চরিত্র এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করে। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের খোঁজখবর নেওয়া, বিপদে সহযোগিতা করা, অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া, আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। রাসূলুল্লাহ (সা.) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকে জান্নাত লাভের মাধ্যম, রিজিক বৃদ্ধির কারণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে গুরুতর গুনাহ এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাই একজন মুসলমানের জন্য হাদিসের আলোকে আত্মীয়তার গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৩.২ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফজিলত

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেক আমল। এটি এমন একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই কল্যাণ লাভ করে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَه

বাংলা অর্থ

"যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং তার আয়ুতে বরকত দেওয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" **(সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৯৮৬; সহিহ মুসলিম)**

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে–

১. রিজিকে বরকত বৃদ্ধি।

২. জীবনে কল্যাণ ও আয়ুতে বরকত।

আয়ু বৃদ্ধি বলতে অনেক আলেম প্রকৃত আয়ু বৃদ্ধি বুঝিয়েছেন, আবার কেউ কেউ জীবনের কর্মে বরকত ও মানুষের মাঝে সুনাম স্থায়ী হওয়াকে বুঝিয়েছেন। উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য।

বিশ্লেষণ

বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ অর্থনৈতিক সংকট ও মানসিক অশান্তিতে ভুগছে। অথচ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত লাভের অন্যতম মাধ্যম। তাই মুসলমানদের উচিত আত্মীয়দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং তাদের প্রয়োজনের সময় সহযোগিতা করা।

৩.৩ আত্মীয়তার সম্পর্ক ঈমানের দাবি

রাসূলুল্লাহ (সা.) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আরবি হাদিস

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

বাংলা অর্থ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" **(সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬১৩৮)**

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকে ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন কখনো আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে না; বরং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে।

৩.৪ আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর রহমতের মাধ্যম

রাসূলুল্লাহ (সা.) আত্মীয়তার সম্পর্ককে আল্লাহর রহমতের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

আরবি হাদিস

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ

বাংলা অর্থ

"আত্মীয়তার সম্পর্ক আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় বলে, যে আমাকে বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন, আর যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।" **(সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৯৮৯; সহিহ মুসলিম)**

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ককে রূপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মীয়দের অধিকার আদায় করে, আল্লাহ তার প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

গবেষণামূলক আলোচনা

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হলে সমাজে সহযোগিতা, ভালোবাসা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের এই শিক্ষা সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৫ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয়াবহ শাস্তি

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

বাংলা অর্থ

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" **(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৫৬)**

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে সে চিরস্থায়ীভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে; বরং এটি একটি কঠোর সতর্কবাণী, যা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরে।

বর্তমান বাস্তবতা

বর্তমান সমাজে সম্পত্তি, অর্থ, পারিবারিক বিরোধ ও ভুল বোঝাবুঝির কারণে অনেক মানুষ বছরের পর বছর আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাখে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়।

৩.৬ প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারীর পরিচয়

অনেক মানুষ আত্মীয়রা ভালো ব্যবহার করলে সম্পর্ক রাখে, কিন্তু তারা খারাপ ব্যবহার করলে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইসলাম এ ধরনের আচরণকে প্রকৃত সিলাতুর রাহিম বলে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

বাংলা অর্থ

"প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে নয়, যে প্রতিদানস্বরূপ সম্পর্ক বজায় রাখে; বরং প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী হলো সে, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সে সম্পর্ক বজায় রাখে।" **(সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৯৯১)**

ব্যাখ্যা

ইসলাম মানুষের আচরণের প্রতিক্রিয়ায় নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে শিক্ষা দেয়।

শিক্ষণীয় বিষয়

- আত্মীয়দের ভুলত্রুটি ক্ষমা করা।
- সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে উদ্যোগী হওয়া।
- অহংকার ত্যাগ করা।
- পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখা।

৩.৭ আত্মীয়কে দান করার অতিরিক্ত ফজিলত

ইসলামে আত্মীয়দের সাহায্য করার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

বাংলা অর্থ

"মিসকিনকে দান করলে একটি সওয়াব পাওয়া যায়, আর আত্মীয়কে দান করলে দুটি সওয়াব পাওয়া যায়– একটি দানের এবং অন্যটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার।" **(সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৬৫৮; ইবনু মাজাহ)**

ব্যাখ্যা

আত্মীয়দের সাহায্য করা শুধু দান নয়; বরং এটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষারও একটি মাধ্যম। তাই দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্য করা সাধারণ দানের তুলনায় অধিক মর্যাদাপূর্ণ।

৩.৮ আত্মীয়দের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি

রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবতার শিক্ষা দিয়েছেন। আত্মীয়দের প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা প্রদর্শন ইসলামী চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আরবি হাদিস

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ

বাংলা অর্থ

"যারা মানুষের প্রতি দয়া করে, পরম দয়ালু আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন।" **(সুনানে আবু দাউদ, তিরমিজি)**

বিশ্লেষণ

আত্মীয়দের প্রতি দয়া, সহমর্মিতা এবং ক্ষমাশীলতা পারিবারিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। যে পরিবারে দয়া ও ভালোবাসা বিদ্যমান থাকে, সেখানে অশান্তি ও বিরোধ কম দেখা যায়।

৩.৯ সাহাবায়ে কেরামের জীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আত্মীয়দের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বিশেষ করে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মিসতাহ ইবন উসাসাহ (রা.)-এর একটি ঘটনায় অসন্তুষ্ট হওয়ার পরও আল্লাহর নির্দেশে তাকে সাহায্য করা অব্যাহত রাখেন। এটি প্রমাণ করে যে আত্মীয়দের সাথে মতবিরোধ থাকলেও তাদের অধিকার নষ্ট করা যাবে না।

সাহাবিদের জীবনে আত্মীয়দের প্রতি সহযোগিতা, দান-সদকা, খোঁজখবর নেওয়া এবং পারিবারিক বন্ধন রক্ষার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়।

৩.১০ আত্মীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিসের সামগ্রিক শিক্ষা

হাদিসসমূহ বিশ্লেষণ করলে আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক শিক্ষা পাওয়া যায়–

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ঈমানের অংশ।

২. এটি রিজিক ও জীবনে বরকতের কারণ।

৩. আল্লাহর রহমত লাভের অন্যতম মাধ্যম।

৪. জান্নাত লাভের গুরুত্বপূর্ণ আমল।

৫. সম্পর্ক ছিন্ন করা কবিরা গুনাহ।

৬. দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্য করা অধিক সওয়াবের কাজ।

৭. ক্ষমা, সহনশীলতা ও সদাচরণ আত্মীয়তার ভিত্তি।

অধ্যায় ৪ নিকটাত্মীয়ের বিভিন্ন হক ও অধিকার

৪.১ ভূমিকা

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামে নিকটাত্মীয়দের হক ও অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু রক্তের বন্ধন নয়; বরং এটি দায়িত্ব, ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সম্মানের এক পবিত্র বন্ধন। কুরআন ও সুন্নাহতে আত্মীয়দের অধিকার আদায়কে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা ও সমর্থনের প্রয়োজন হয়। ইসলাম সেই প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে আত্মীয়দের প্রতি কিছু নির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। এসব অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা হলে পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। পক্ষান্তরে আত্মীয়দের অধিকার নষ্ট করা পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক অবক্ষয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে নিকটাত্মীয়দের হক ও অধিকারকে প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়–

১. আর্থিক অধিকার

২. সামাজিক অধিকার

৩. নৈতিক অধিকার

৪. ধর্মীয় অধিকার

৪.২ আর্থিক অধিকার

আত্মীয়দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আর্থিক অধিকার। ইসলাম আত্মীয়দের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন বিধান প্রদান করেছে।

৪.২.১ ভরণপোষণের অধিকার

ইসলামে পরিবার ও আত্মীয়দের ভরণপোষণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান এবং অনেক ক্ষেত্রে অসহায় আত্মীয়দের প্রয়োজন পূরণ করা দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত।

মহান আল্লাহ বলেন–

আরবি আয়াত

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

বাংলা অর্থ

"পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।" **(সূরা আল-ইসরা: ২৩)**

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের অন্যতম দিক হলো তাদের প্রয়োজন পূরণ করা এবং বৃদ্ধ বয়সে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

হাদিস

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

অর্থঃ "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য।" **(সুনানে ইবনে মাজাহ)**

বিশ্লেষণ

এই হাদিস পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আর্থিক দায়িত্বের গুরুত্ব নির্দেশ করে। যদিও এর অর্থ সম্পদের পূর্ণ মালিকানা নয়, বরং প্রয়োজনের সময় পিতা-মাতার সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেওয়া।

৪.২.২ দরিদ্র আত্মীয়কে সাহায্য করা

ইসলামে দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্য করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

বাংলা অর্থ

"মিসকিনকে দান করলে একটি সওয়াব হয়, আর আত্মীয়কে দান করলে দুটি সওয়াব হয়– একটি দানের এবং অন্যটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার।" **(সুনানে তিরমিজি)**

ব্যাখ্যা

দরিদ্র আত্মীয়কে সাহায্য করলে দানের সওয়াবের পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সওয়াবও পাওয়া যায়।

৪.২.৩ উত্তরাধিকারের অধিকার

ইসলাম আত্মীয়দের সম্পত্তির ন্যায্য অংশ নিশ্চিত করেছে।

আরবি আয়াত

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

বাংলা অর্থ

"পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায়, তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও অংশ রয়েছে।" **(সূরা আন-নিসা: ৭)**

বিশ্লেষণ

ইসলাম উত্তরাধিকার বণ্টনের মাধ্যমে আত্মীয়দের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। বর্তমান সমাজে উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধের অন্যতম কারণ হলো ইসলামী বিধান অনুসরণ না করা।

৪.২.৪ যাকাত ও সদকার অধিকার

যেসব আত্মীয় যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত, তাদের যাকাত প্রদান করা অধিক উত্তম। এতে–

- দারিদ্র্য দূর হয়।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় হয়।
- সামাজিক বৈষম্য কমে।

৪.৩ সামাজিক অধিকার

ইসলাম আত্মীয়দের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

৪.৩.১ খোঁজখবর নেওয়া

আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া সিলাতুর রাহিমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

অর্থঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।” **(সহিহ বুখারি)**

বাস্তব প্রয়োগ

- ফোনে যোগাযোগ করা
- সাক্ষাৎ করা
- অসুস্থতার খোঁজ নেওয়া
- পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা
- এসবই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

৪.৩.২ দাওয়াত গ্রহণ ও সামাজিক অংশগ্রহণ

ইসলাম আত্মীয়দের আমন্ত্রণ গ্রহণ এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে। এতে–

- পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।
- ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়।
- পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

৪.৩.৩ বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো

ইসলাম আত্মীয়দের সংকটকালে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছে। আর্থিক সংকট, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আত্মীয়দের পাশে দাঁড়ানো একজন মুসলমানের দায়িত্ব।

৪.৩.৪ পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখা

নিয়মিত যোগাযোগ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা সামাজিক অধিকারের অন্যতম অংশ। আজকের যুগে প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও মানুষ আত্মীয়দের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলাম এই প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করে।

৪.৪ নৈতিক অধিকার

৪.৪.১ সম্মান প্রদর্শন

ইসলাম বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের সম্মান করার শিক্ষা দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

অর্থঃ "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না।" **(তিরমিজি)**

বিশ্লেষণ

চাচা, ফুফু, মামা, খালা, দাদা-দাদি, নানা-নানিসহ সকল বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখেন।

৪.৪.২ অপমান না করা

আত্মীয়দের অপমান করা, কটূক্তি করা বা তাদের সম্মানহানি করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

আরবি আয়াত

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

বাংলা অর্থ

"মানুষের সাথে উত্তম কথা বল।" **(সূরা আল-বাকারাহ: ৮৩)**

শিক্ষা

- গালি দেওয়া যাবে না।
- অপমান করা যাবে না।
- তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না।

৪.৪.৩ ক্ষমা ও সহনশীলতা

পরিবারে ভুল বোঝাবুঝি হওয়া স্বাভাবিক। ইসলাম ক্ষমা ও ধৈর্যের শিক্ষা দেয়।

আরবি আয়াত

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا

বাংলা অর্থ

"তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর।" (সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯)

৪.৪.৪ ভালো ব্যবহার

নম্রতা, ভদ্রতা, সহানুভূতি এবং দয়া আত্মীয়তার সম্পর্ককে দৃঢ় করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।" **(সুনানে তিরমিজি)**

৪.৫ ধর্মীয় অধিকার

৪.৫.১ দ্বীনি শিক্ষা প্রদান

পরিবারের সদস্যদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব।

আরবি আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

বাংলা অর্থ

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।" **(সূরা আত-তাহরিম: ৬)**

ব্যাখ্যা

পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার অন্যতম উপায় হলো ইসলামী শিক্ষা দেওয়া।

৪.৫.২ দোয়া করা

আত্মীয়দের জন্য দোয়া করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। বিশেষত–

- পিতা-মাতার জন্য
- ভাই-বোনের জন্য
- সন্তানদের জন্য
- মৃত আত্মীয়দের জন্য
- দোয়া করা ইসলামের শিক্ষা।

৪.৫.৩ নেক কাজে সহযোগিতা করা

আল্লাহ বলেন–

আরবি আয়াত

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

বাংলা অর্থ

"তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার বিষয়ে একে অপরকে সহযোগিতা কর।" **(সূরা আল-মায়িদাহ: ২)**

বাস্তব প্রয়োগ

- নামাজে উৎসাহ দেওয়া
- ইসলামী শিক্ষা অর্জনে সহযোগিতা করা
- সৎ কাজে অংশগ্রহণ করা

অন্যায় থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করা

৪.৬ আত্মীয়দের হক আদায় না করার পরিণতি

- আত্মীয়দের অধিকার নষ্ট করার ফলে–
- পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়।
- সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
- আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

আখিরাতে শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

অর্থঃ "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" **(সহিহ মুসলিম)**

অধ্যায় ৫ পিতা-মাতার বিশেষ অধিকার

৫.১ ভূমিকা

ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ ও সম্মানজনক। মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি যত নিয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে পিতা-মাতা অন্যতম। তারা সন্তানের জন্ম, লালন-পালন, শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অসংখ্য ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্তানের সুখ, নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য পিতা-মাতা নিজেদের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে থাকেন। তাই ইসলাম পিতা-মাতার অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে।

পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে আল্লাহর ইবাদতের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার কতটা গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও তাঁর অসংখ্য হাদিসে পিতা-মাতার সেবা, আনুগত্য, সম্মান এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।

পিতা-মাতার অধিকার আদায় করা শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি মহান ইবাদত। তাদের সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ এবং তাদের অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। তাই একজন মুসলমানের জন্য পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং তা বাস্তব জীবনে পালন করা অত্যন্ত জরুরি।

৫.২ কুরআনে পিতা-মাতার মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে নিজের ইবাদতের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

আরবি আয়াত

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

বাংলা অর্থ

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা তাঁর ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই

যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না, তাদের ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।" **(সূরা আল-ইসরা: ২৩)**

তাফসির ও বিশ্লেষণ

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার মর্যাদা এতটাই উচ্চ করেছেন যে নিজের ইবাদতের পরপরই তাদের অধিকার উল্লেখ করেছেন। "উফ" শব্দটি আরবিতে বিরক্তি প্রকাশের ক্ষুদ্রতম শব্দ। আল্লাহ যখন এই ছোট্ট বিরক্তিসূচক শব্দ বলতেও নিষেধ করেছেন, তখন তাদের গালি দেওয়া, অপমান করা বা কষ্ট দেওয়া যে কত বড় গুনাহ তা সহজেই বোঝা যায়।

৫.৩ পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ

ইসলাম পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

আরবি আয়াত

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

বাংলা অর্থ

"তাদের জন্য দয়ার সাথে নম্রতার ডানা অবনত করে দাও।" **(সূরা আল-ইসরা: ২৪)**

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে সন্তানের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সে পিতা-মাতার সামনে বিনয়ী ও নম্র থাকে। অহংকার, রূঢ়তা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

সদাচরণের কিছু বাস্তব রূপ

- তাদের সাথে ভদ্র ভাষায় কথা বলা।
- তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা।
- তাদের প্রয়োজন পূরণ করা।
- তাদের সামনে উচ্চস্বরে কথা না বলা।

- তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৫.৪ পিতা-মাতার আনুগত্য

পিতা-মাতার বৈধ আদেশ পালন করা সন্তানের দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

বাংলা অর্থ

"পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।" **(সুনানে তিরমিজি)**

ব্যাখ্যা

পিতা-মাতার বৈধ নির্দেশ পালন করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম। তবে যদি তারা আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না; কিন্তু তারপরও তাদের সাথে সদাচরণ বজায় রাখতে হবে।

৫.৫ পিতা-মাতার সেবা করার গুরুত্ব

ইসলামে পিতা-মাতার সেবাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন–

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি?"

তিনি বললেন–

"সময়ে নামাজ আদায় করা।"

লোকটি বলল–

"এরপর কোনটি?"

তিনি বললেন–

"পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ।" **(সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)**

বিশ্লেষণ

নামাজের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণকে সর্বোত্তম আমল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ইসলামে তাদের মর্যাদার স্পষ্ট প্রমাণ।

৫.৬ বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতার যত্ন

বার্ধক্যে পিতা-মাতার শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই সময় তাদের বিশেষ যত্ন নেওয়া সন্তানের দায়িত্ব।

আরবি আয়াত

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا

বাংলা অর্থ

"তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়" **(সূরা আল-ইসরা: ২৩)**

করণীয়

- চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- খাবার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
- একাকীত্ব দূর করা।
- মানসিক সমর্থন দেওয়া।
- তাদের প্রতি ধৈর্যশীল থাকা।

বর্তমান সমাজে বৃদ্ধাশ্রমে পিতা-মাতাকে রেখে আসার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৫.৭ মায়ের বিশেষ মর্যাদা

ইসলামে মায়ের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন–

"আমার উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে?"

তিনি বললেন–

আরবি হাদিস

أُمُّكَ

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল–

"তারপর কে?"

তিনি বললেন–

أُمُّكَ

আবার জিজ্ঞাসা করল–

"তারপর কে?"

তিনি বললেন–

أُمُّكَ

চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন–

ثُمَّ أَبُوكَ

বাংলা অর্থ

"তোমার মা, তোমার মা, তোমার মা, তারপর তোমার পিতা।" **(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)**

ব্যাখ্যা

মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ, জন্মদান ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে অসাধারণ কষ্ট সহ্য করেন। তাই ইসলামে তার মর্যাদা বিশেষভাবে উচ্চ।

৫.৮ পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা

সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব হলো পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা।

আরবি আয়াত

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

বাংলা অর্থ

"হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।" **(সূরা আল-ইসরা: ২৪)**

বিশ্লেষণ

এই দোয়াটি প্রতিটি সন্তানের নিয়মিত পাঠ করা উচিত। জীবিত ও মৃত উভয় পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা সন্তানের দায়িত্ব।

৫.৯ মৃত্যুর পর পিতা-মাতার অধিকার

পিতা-মাতার মৃত্যু হলেও তাদের অধিকার শেষ হয়ে যায় না।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ ...أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

বাংলা অর্থ

"মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস ছাড়া... তার মধ্যে একটি হলো নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।" **(সহিহ মুসলিম)**

মৃত্যুর পর সন্তানের দায়িত্ব

- তাদের জন্য দোয়া করা।
- সদকা করা।

- ঋণ পরিশোধ করা।
- বৈধ ওসিয়ত বাস্তবায়ন করা।
- আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

৫.১০ পিতা-মাতার অবাধ্যতার ভয়াবহতা

ইসলামে পিতা-মাতার অবাধ্যতাকে কবিরা গুনাহ বলা হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟

তিনি বললেন–

الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ

বাংলা অর্থ

"আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ সম্পর্কে বলব না? তা হলো আল্লাহর সাথে শরিক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।" **(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)**

বিশ্লেষণ

শিরকের পরপরই পিতা-মাতার অবাধ্যতাকে সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১১ বর্তমান সমাজে পিতা-মাতার অধিকার লঙ্ঘনের চিত্র

বর্তমান সমাজে দেখা যায়–

- বৃদ্ধ পিতা-মাতার অবহেলা।
- আর্থিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া।
- বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা।
- মানসিক কষ্ট দেওয়া।
- সম্পত্তির জন্য বিরোধ সৃষ্টি করা।

অধ্যায় ৬ নারী আত্মীয়দের অধিকার

৬.১ ভূমিকা

ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা। ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার ও মর্যাদাকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশেষ করে নারী আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। ইসলাম আগমনের পূর্বে আরব সমাজে নারীদেরকে অবহেলা করা হতো, তাদের উত্তরাধিকারের অধিকার ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে সম্পত্তির মতো ব্যবহার করা হতো এবং সামাজিক মর্যাদাও ছিল অত্যন্ত নিম্ন। কিন্তু ইসলাম নারীদের সম্মানিত করেছে, তাদের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট অধিকার নির্ধারণ করেছে।

নারী আত্মীয় বলতে সাধারণত মা, বোন, কন্যা, খালা, ফুফু, দাদি, নানি, স্ত্রী, বিধবা আত্মীয়া এবং অন্যান্য মহিলা আত্মীয়দের বোঝায়। ইসলামে তাদের প্রতি সম্মান, সহযোগিতা, আর্থিক নিরাপত্তা, উত্তরাধিকার, স্নেহ ও সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে নারী আত্মীয়দের অধিকার সম্পর্কে অসংখ্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। এসব অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬.২ ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান মানবিক মর্যাদা প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষ উভয়কেই মানবজাতির অংশ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জন্যই নেক আমলের প্রতিদান নির্ধারণ করেছেন।

আরবি আয়াত

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

বাংলা অর্থ

"পুরুষ বা নারী যে-ই মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করবে, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব।" **(সূরা আন-নাহল: ৯৭)**

ব্যাখ্যা

এই আয়াত প্রমাণ করে যে আল্লাহর কাছে মর্যাদার ভিত্তি লিঙ্গ নয়; বরং ঈমান ও সৎকর্ম। তাই নারী আত্মীয়দের অবমূল্যায়ন করা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

৬.৩ বোনের অধিকার

ইসলামে বোনের অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাইদের ওপর বোনদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

৬.৩.১ সম্মান ও ভালোবাসার অধিকার

বোন একজন নিকটাত্মীয় এবং পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ভাইদের উচিত তাদের সম্মান করা, স্নেহ করা এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

আরবি হাদিস

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

বাংলা অর্থ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।" **(সুনানে তিরমিজি)**

ব্যাখ্যা

পরিবারের মধ্যে বোনও অন্তর্ভুক্ত। তাই তার প্রতি উত্তম আচরণ করা ইসলামী চরিত্রের পরিচায়ক।

৬.৩.২ আর্থিক সহযোগিতার অধিকার

যদি কোনো বোন আর্থিকভাবে অসহায় হয়, তাহলে তার ভাইদের উচিত তাকে সহযোগিতা করা।

সামাজিক গুরুত্ব

- পরিবারে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।
- নারীরা অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি পায়।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

৬.৩.৩ উত্তরাধিকারের অধিকার

ইসলাম বোনদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছে।

আরবি আয়াত

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

(সূরা আন-নিসা: ১১)

এই আয়াত ও সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে নারীদের উত্তরাধিকারের নির্দিষ্ট অংশ বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্তমান বাস্তবতা অনেক সমাজে এখনও বোনদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা ইসলামের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধী।

৬.৪ কন্যা সন্তানের অধিকার

ইসলাম কন্যা সন্তানকে আল্লাহর রহমত হিসেবে বিবেচনা করেছে।

আরবি আয়াত

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ

বাংলা অর্থ

"তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।" **(সূরা আশ-শুরা: ৪৯)**

ব্যাখ্যা

কন্যা সন্তানকে অবহেলা করা বা বোঝা মনে করা জাহেলি যুগের চিন্তাধারা। কন্যা সন্তানের লালন-পালনের ফজিলত-

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ

বাংলা অর্থ

"যে ব্যক্তি দুই কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে থাকবে।"

(তিনি দুই আঙুল একত্র করে দেখালেন।) **(সহিহ মুসলিম)**

বিশ্লেষণ

এ হাদিস কন্যা সন্তান প্রতিপালনের বিশেষ মর্যাদা তুলে ধরে।

৬.৫ খালার অধিকার ও মর্যাদা

ইসলামে খালার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

আরবি হাদিস

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

বাংলা অর্থ

"খালা মায়ের মর্যাদাসম্পন্ন।" **(সহিহ বুখারি)**

ব্যাখ্যা

মায়ের অনুপস্থিতিতে খালা সন্তানের জন্য মায়ের মতো দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তাই তার প্রতি সম্মান ও সদাচরণ করা ইসলামী দায়িত্ব।

৬.৬ ফুফুর অধিকার

ফুফু পিতার বোন হওয়ায় তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

করণীয়

- নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া।
- অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া।
- আর্থিক প্রয়োজনে সাহায্য করা।
- পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখা।

সামাজিক গুরুত্ব

ফুফুর সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে পিতৃকূলের আত্মীয়তার বন্ধন শক্তিশালী হয়।

৬.৭ বিধবা আত্মীয়দের অধিকার

ইসলাম বিধবা নারীদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে এবং তাদের সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

বাংলা অর্থ

"বিধবা ও মিসকিনের সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মতো।" **(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)**

ব্যাখ্যা

স্বামীহারা নারী অনেক সময় আর্থিক ও সামাজিক সংকটে পড়েন। তাই আত্মীয়দের উচিত তাদের সহযোগিতা করা।

- বিধবা আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব
- আর্থিক সহযোগিতা করা।
- নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- মানসিক সমর্থন দেওয়া।
- সামাজিক সম্মান রক্ষা করা।
- সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬.৮ দাদি ও নানির অধিকার

দাদি ও নানি পরিবারের প্রবীণ সদস্য। তাদের প্রতি সম্মান ও সেবা করা ইসলামী দায়িত্ব।

করণীয়

- তাদের সাথে ভদ্র আচরণ করা।
- চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

তাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া।

সামাজিক উপকারিতা

প্রবীণদের সম্মান করলে পরিবারে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ সংরক্ষিত থাকে।

৬.৯ নারী আত্মীয়দের উত্তরাধিকারের অধিকার

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো নারীদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা।

আরবি আয়াত

لِّلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

বাংলা অর্থ

"নারীদের জন্যও অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যায়।" **(সূরা আন-নিসা: ৭)**

ব্যাখ্যা

এই আয়াত নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। বর্তমান সমাজে সমস্যা -

- উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
- জোরপূর্বক অংশ ত্যাগ করানো।
- সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা।

এসব কাজ ইসলামী শরিয়তের পরিপন্থী।

৬.১০ নারী আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আরবি হাদিস

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

বাংলা অর্থ

"নারীদের সাথে উত্তম আচরণ কর।" **(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)**

বাস্তব প্রয়োগ

- সম্মানজনক ভাষায় কথা বলা।
- তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া।
- অপমান ও নির্যাতন থেকে বিরত থাকা।
- তাদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নশীল হওয়া।

৬.১১ বর্তমান সমাজে নারী আত্মীয়দের অধিকার লঙ্ঘন

বর্তমান সমাজে অনেক নারী আত্মীয় বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন।

প্রধান কারণ-

- উত্তরাধিকার বঞ্চনা।
- পারিবারিক অবহেলা।
- অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা।
- সামাজিক কুসংস্কার।
- শিক্ষার অভাব।

সমাধান

- ইসলামী শিক্ষার প্রসার।
- পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
- নারীদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।
- ইসলামী আইন বাস্তবায়ন।

অধ্যায় ৭ এতিম ও অসহায় আত্মীয়ের অধিকার

৭.১ ভূমিকা

ইসলাম মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো দুর্বল, অসহায় এবং বঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষা করা। সমাজে এতিম ও অসহায় আত্মীয়রা এমন একটি শ্রেণি, যারা বিভিন্ন কারণে আর্থিক, সামাজিক এবং মানসিকভাবে অন্যদের তুলনায় অধিক অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করে। তাই ইসলাম তাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। এতিম বলতে সাধারণত এমন শিশুকে বোঝায়, যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যে এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। অন্যদিকে অসহায় আত্মীয় বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝায়, যারা দারিদ্র্য, বার্ধক্য, শারীরিক অক্ষমতা, রোগব্যাধি বা অন্য কোনো কারণে নিজের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম। ইসলাম শুধু তাদের প্রতি সহানুভূতির কথাই বলেনি; বরং তাদের আর্থিক, সামাজিক ও মানবিক অধিকার নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এতিম ও অসহায় আত্মীয়দের যথাযথ যত্ন নেওয়া, তাদের সম্পদ রক্ষা করা, তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। এই অধ্যায়ে এতিম ও অসহায় আত্মীয়দের বিভিন্ন অধিকার, তাদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা এবং বর্তমান সমাজে এসব অধিকার বাস্তবায়নের গুরুত্ব আলোচনা করা হবে।

৭.২ ইসলামে এতিমের পরিচয় ও মর্যাদা

ইসলামে এতিমদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ পিতার অনুপস্থিতিতে একটি শিশু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তার নিরাপত্তা, শিক্ষা, আর্থিক সহায়তা এবং মানসিক বিকাশের জন্য সমাজ ও আত্মীয়দের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও শৈশবে এতিম ছিলেন। তাই তিনি এতিমদের কষ্ট ও প্রয়োজন সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত ছিলেন এবং উম্মতকে তাদের প্রতি দয়া ও সদাচরণ করতে উৎসাহিত করেছেন।

আল-কুরআনের নির্দেশনা

আরবি আয়াত

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

বাংলা অর্থ

"অতএব, তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।" **(সূরা আদ-দুহা: ৯)**

ব্যাখ্যা

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এতিমদের প্রতি রূঢ় আচরণ, অবহেলা এবং নির্যাতন নিষিদ্ধ করেছেন। বরং তাদের সাথে কোমল আচরণ, ভালোবাসা এবং সহানুভূতির নির্দেশ দিয়েছেন।

৭.৩ এতিম আত্মীয়ের সম্পদ রক্ষার অধিকার

ইসলাম এতিমদের সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো এতিম শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ লাভ করে, কিন্তু অভিভাবক বা আত্মীয়রা সেই সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে। ইসলাম এ ধরনের কাজকে বড় গুনাহ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আরবি আয়াত

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

বাংলা অর্থ

"যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুন ভরছে।" **(সূরা আন-নিসা: ১০)**

বিশ্লেষণ

এ আয়াত এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ করার ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরে। ইসলাম এতিমের সম্পদকে আমানত হিসেবে বিবেচনা করে এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়।

৭.৪ এতিমদের ভরণপোষণের অধিকার

এতিম শিশুদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হলো ভরণপোষণ। পিতার মৃত্যুর পর তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসার দায়িত্ব আত্মীয়স্বজন ও সমাজের ওপর বর্তায়।

আরবি আয়াত

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

বাংলা অর্থ

"তারা তোমাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, তাদের কল্যাণ সাধন করাই উত্তম।"

(সূরা আল-বাকারাহ: ২২০)

ব্যাখ্যা

এই আয়াত নির্দেশ করে যে এতিমদের কল্যাণে কাজ করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের জীবনমান উন্নত করা একটি মহৎ কাজ।

৭.৫ এতিমদের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা

এতিমদের শুধু আর্থিক সহায়তা করাই যথেষ্ট নয়; তাদের মানসিক ও আবেগিক প্রয়োজনও রয়েছে। তারা ভালোবাসা, স্নেহ এবং নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

আরবি হাদিস

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

বাংলা অর্থ

"আমি এবং এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে একসাথে থাকব।"

(তিনি দুই আঙুল পাশাপাশি করে দেখালেন।)
(সহিহ বুখারি)

ব্যাখ্যা
এ হাদিসে এতিমদের দায়িত্ব গ্রহণের মহান মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে এতিমদের সাহায্য করা শুধু সামাজিক কাজ নয়; বরং এটি জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম।

৭.৬ অসহায় আত্মীয়দের অধিকার

অসহায় আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। কোনো আত্মীয় যদি দারিদ্র্য, রোগ, অক্ষমতা বা বার্ধক্যের কারণে কষ্টে জীবনযাপন করে, তাহলে তার সহযোগিতা করা আত্মীয়দের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।
আরবি আয়াত

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

বাংলা অর্থ

"নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর।" **(সূরা আল-ইসরা: ২৬)**

ব্যাখ্যা
এ আয়াত আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব তুলে ধরে। বিশেষ করে অসহায় আত্মীয়দের ক্ষেত্রে এই নির্দেশনা আরও বেশি প্রযোজ্য।

৭.৭ দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্যের গুরুত্ব

দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্য করা ইসলামে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–
আরবি হাদিস

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ :صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

বাংলা অর্থ
"গরিবকে দান করলে একটি সওয়াব হয়, আর আত্মীয়কে দান করলে দুটি সওয়াব হয়– একটি দানের এবং অন্যটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার।" **(সুনানে তিরমিজি)**

বিশ্লেষণ
এই হাদিস প্রমাণ করে যে দরিদ্র আত্মীয়কে সাহায্য করার মর্যাদা সাধারণ দানের চেয়েও বেশি।

৭.৮ শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের অধিকার

এতিম ও অসহায় শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ছাড়া তারা ভবিষ্যতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি
ইসলাম জ্ঞানার্জনকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছে। তাই এতিম ও অসহায় শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করা সমাজের দায়িত্ব।

বাস্তব প্রয়োগ

বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো

বই ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান

ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা

দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা

৭.৯ সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার

এতিম ও অসহায় আত্মীয়রা প্রায়ই সামাজিক অবহেলার শিকার হয়। ইসলাম তাদের সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে।

করণীয়

তাদের অপমান না করা

সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করা

তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া

পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া

৭.১০ বর্তমান সমাজে এতিম ও অসহায় আত্মীয়দের অবস্থা

বর্তমান সমাজে অনেক এতিম ও অসহায় আত্মীয় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

প্রধান সমস্যা

আর্থিক সংকট

শিক্ষার অভাব

সম্পত্তি আত্মসাৎ

সামাজিক অবহেলা

মানসিক কষ্ট

চিকিৎসা সুবিধার অভাব

অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়রা দায়িত্ব পালন না করায় এতিম ও অসহায় ব্যক্তিরা আরও বেশি সমস্যায় পড়ে।

৭.১১ ইসলামের প্রদত্ত সমাধান

ইসলাম এতিম ও অসহায় আত্মীয়দের কল্যাণে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে।
১. আত্মীয়দের দায়িত্বশীল হওয়া

প্রতিটি পরিবারকে তাদের অসহায় সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে।

২. যাকাত ও সদকার সঠিক ব্যবহার

যাকাতের অর্থের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় আত্মীয়দের সাহায্য করা যেতে পারে।

৩. শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

অসহায় আত্মীয়দের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

৪. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

সমাজে এতিম ও অসহায় মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. ইসলামী মূল্যবোধ চর্চা

পরিবারে দয়া, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অধ্যায় ৮ আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ

৮.১ ভূমিকা

মানবসমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো পরিবার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক। একটি সুস্থ, স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে আত্মীয়তার সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে শুধু সামাজিক বন্ধন হিসেবে নয়, বরং একটি ধর্মীয় দায়িত্ব এবং ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করেছে। কুরআন ও সুন্নাহতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আত্মীয়দের হক আদায়ের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে আত্মীয়তার সম্পর্ক আগের তুলনায় অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে, আত্মীয়দের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে পরিবার ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিচ্ছে। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার পেছনে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক কারণ কাজ করে। এই অধ্যায়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণসমূহ, তাদের প্রভাব এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এসব সমস্যার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে।

৮.২ সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ

আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো সম্পত্তিগত বিরোধ। পারিবারিক সম্পদ, জমি, বাড়ি কিংবা উত্তরাধিকার বণ্টন নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে অনেক সময় আত্মীয়দের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা তৈরি হয়।

বর্তমান বাস্তবতা অনেক পরিবারে দেখা যায়, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজা কিংবা অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধ কখনও কখনও আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং সম্পর্ক স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম উত্তরাধিকার বণ্টনের জন্য সুস্পষ্ট বিধান নির্ধারণ করেছে।

আরবি আয়াত

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

বাংলা অর্থ

"এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" **(সূরা আন-নিসা: ১৩)**

বিশ্লেষণ

যখন মানুষ ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুসরণ করে না, তখন বিরোধ ও পারিবারিক বিভক্তি বৃদ্ধি পায়।

৮.৩ অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতা

অহংকার আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অন্যতম বড় কারণ। যখন কোনো ব্যক্তি নিজের সম্পদ, শিক্ষা, পদমর্যাদা বা সামাজিক অবস্থান নিয়ে অহংকার করে, তখন সে আত্মীয়দের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে শুরু করে। ইসলামের শিক্ষা

আরবি আয়াত

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

বাংলা অর্থ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো অহংকারী ও গর্বকারীকে পছন্দ করেন না।" **(সূরা লুকমান: ১৮)**

আত্মকেন্দ্রিকতার প্রভাব

- আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ববোধ কমে যায়।
- সহযোগিতার মানসিকতা নষ্ট হয়।
- পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।
- পারস্পরিক ভালোবাসা কমে যায়।

৮.৪ হিংসা ও ঈর্ষা

হিংসা মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ধ্বংস করে দেয়।

হিংসার কিছু সাধারণ কারণ

- অর্থনৈতিক উন্নতি
- চাকরি বা ব্যবসায় সফলতা
- সামাজিক মর্যাদা
- শিক্ষাগত অর্জন

- পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন

আরবি হাদিস

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ

বাংলা অর্থ

"তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে, যেমন আগুন কাঠকে পুড়িয়ে দেয়।" **(সুনানে আবু দাউদ)**

বিশ্লেষণ

হিংসা আত্মীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং সম্পর্কের মধ্যে অশান্তি নিয়ে আসে।

৮.৫ পারিবারিক কলহ ও ভুল বোঝাবুঝি

অনেক সময় ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি বড় ধরনের পারিবারিক দ্বন্দ্বে রূপ নেয়।

কারণসমূহ

- যোগাযোগের অভাব
- গুজব
- তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ
- অস্পষ্ট বক্তব্য
- আবেগপ্রবণ আচরণ

ফলাফল

- সম্পর্কের অবনতি
- পারিবারিক বিভাজন
- দীর্ঘস্থায়ী মানসিক দূরত্ব

৮.৬ গীবত, অপবাদ ও কুৎসা রটনা

গীবত ও অপবাদ আত্মীয়তার সম্পর্ক ধ্বংসের অন্যতম বড় কারণ।

আরবি আয়াত

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

বাংলা অর্থ

"তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে।" **(সূরা আল-হুজুরাত: ১২)**

বর্তমান বাস্তবতা

আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক আলোচনা

- পরনিন্দা
- মিথ্যা অভিযোগ
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুৎসা রটানো

এসব কারণে পারিবারিক সম্পর্ক ভেঙে যায়।

৮.৭ অর্থনৈতিক বৈষম্য

ধনী ও দরিদ্র আত্মীয়দের মধ্যে বৈষম্যও সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে।

বাস্তব চিত্র

কখনও ধনী আত্মীয়রা দরিদ্র আত্মীয়দের অবহেলা করে। আবার কখনও দরিদ্র আত্মীয়রা ধনীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে।

ইসলামের শিক্ষা

ইসলাম ধনী আত্মীয়দেরকে দরিদ্র আত্মীয়দের সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে এবং পারস্পরিক সহমর্মিতার শিক্ষা দিয়েছে।

৮.৮ পারিবারিক রাজনীতি ও দলাদলি

অনেক পরিবারে ছোট ছোট গোষ্ঠী বা পক্ষ সৃষ্টি হয়। এর ফলে আত্মীয়দের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হয়।

উদাহরণ

- ভাইদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব
- এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অন্য আত্মীয়কে উসকানি দেওয়া
- পারিবারিক সিদ্ধান্তে বৈষম্য

ফলাফল

- পারিবারিক ঐক্য নষ্ট হয়।
- শত্রুতা বৃদ্ধি পায়।
- সম্পর্ক দীর্ঘদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৮.৯ প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার

প্রযুক্তি মানুষের জীবন সহজ করলেও এর অপব্যবহার সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে পারে।

নেতিবাচক প্রভাব

- সরাসরি সাক্ষাৎ কমে যাওয়া
- ভার্চুয়াল যোগাযোগের ওপর অতিনির্ভরতা
- ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়া
- সামাজিক তুলনা ও ঈর্ষা বৃদ্ধি

বাস্তবতা

একই পরিবারে বসবাস করেও অনেক মানুষ বাস্তব যোগাযোগের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকে।

৮.১০ ব্যস্ত জীবনযাপন

আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

কারণ

- চাকরি ও ব্যবসার চাপ
- শহুরে জীবন
- বিদেশে বসবাস

সময়ের অভাব

ফলাফল

আত্মীয়দের খোঁজখবর কম নেওয়া হয়।

পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কমে যায়।

সম্পর্ক ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৮.১১ ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব

যখন মানুষ ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়, তখন আত্মীয়তার গুরুত্বও কমে যায়।

ফলাফল

দায়িত্ববোধ হ্রাস পায়।

আত্মীয়দের অধিকার উপেক্ষিত হয়।
স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়।
পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়।

আরবি আয়াত

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

বাংলা অর্থ

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরা আল-হুজুরাত: ১০)

৮.১২ ক্ষমাহীনতা ও প্রতিশোধ প্রবণতা

মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক সময় আত্মীয়দের ছোটখাটো ভুলকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের বিরোধ সৃষ্টি হয়।
ইসলামের শিক্ষা
আরবি আয়াত

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا

বাংলা অর্থ

"তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর।" (সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯)
বিশ্লেষণ
ক্ষমাশীলতা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে, আর প্রতিশোধ সম্পর্ক ধ্বংস করে।

৮.১৩ বিদেশে বসবাস ও ভৌগোলিক দূরত্ব

বর্তমান সময়ে অনেক মানুষ শিক্ষা, চাকরি বা ব্যবসার কারণে দেশের বাইরে বা দূরবর্তী এলাকায় বসবাস করে।

প্রভাব

নিয়মিত সাক্ষাৎ কমে যায়।
আবেগিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়।
পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়।
যদিও প্রযুক্তি যোগাযোগ সহজ করেছে, তবুও সরাসরি সম্পর্কের বিকল্প নয়।

৮.১৪ ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয়াবহতা

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

আরবি হাদিস

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

বাংলা অর্থ

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (সহিহ মুসলিম)

বিশ্লেষণ

এই হাদিস আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব এবং সম্পর্ক বিচ্ছেদের ভয়াবহতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

অধ্যায় ৯ আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ক্ষতি

৯.১ ভূমিকা

মানুষ স্বভাবগতভাবেই সামাজিক জীব। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষের জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু রক্তের বন্ধন নয়; এটি ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক সম্মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং এটিকে ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি হিসেবে বিবেচনা করেছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা একটি ইবাদত এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা একটি গুরুতর গুনাহ। যখন আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায় বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন এর নেতিবাচক প্রভাব শুধু ব্যক্তি বা পরিবারেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পুরো সমাজেও এর প্রভাব পড়ে। পারিবারিক অশান্তি, মানসিক কষ্ট, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, নৈতিক অবক্ষয় এবং ধর্মীয় ক্ষতির মতো নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়।

বর্তমান যুগে আত্মীয়তার সম্পর্ক ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ব্যস্ত জীবন, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, অহংকার, হিংসা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারার কারণে অনেক মানুষ আত্মীয়দের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে এবং সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। এই অধ্যায়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষতিগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

৯.২ ব্যক্তিগত ক্ষতি

৯.২.১ মানসিক অশান্তি

আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হলে মানুষের মানসিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে ব্যক্তি এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। এর ফলাফল -

- মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়।
- উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা তৈরি হয়।
- হতাশা দেখা দেয়।
- আত্মিক প্রশান্তি কমে যায়।

মানুষ যতই ধনী বা সফল হোক না কেন, আত্মীয়দের ভালোবাসা ও সমর্থন ছাড়া প্রকৃত মানসিক শান্তি অর্জন করা কঠিন।

৯.২.২ একাকীত্ব

মানুষ বিপদের সময় সবচেয়ে বেশি আত্মীয়দের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে। কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ ধীরে ধীরে একাকীত্বের মধ্যে পড়ে যায়।

বাস্তব প্রভাব

- সামাজিক যোগাযোগ কমে যায়।
- মানসিক সমর্থন পাওয়া যায় না।
- জীবনের কঠিন মুহূর্তে পাশে কাউকে পাওয়া যায় না।
- পারিবারিক নিরাপত্তাবোধ কমে যায়।

বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে এই একাকীত্ব আরও বেশি কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে।

৯.২.৩ আত্মিক অশান্তি

ইসলাম মানুষের আত্মিক প্রশান্তির জন্য পারিবারিক বন্ধনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আত্মীয়দের সাথে বিরোধে জড়িয়ে থাকলে মানুষের অন্তরে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

কারণ

- অপরাধবোধ
- পারিবারিক দ্বন্দ্ব
- দীর্ঘদিনের বিরোধ
- পারস্পরিক ঘৃণা

এসব কারণে ব্যক্তি মানসিক ও আত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৯.৩ পারিবারিক ক্ষতি

৯.৩.১ পারিবারিক ঐক্য নষ্ট হওয়া

আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল হলে পারিবারিক ঐক্য ভেঙে যায়।

ফলাফল

- পরিবারে বিভক্তি সৃষ্টি হয়।
- পারস্পরিক সহযোগিতা কমে যায়।

- পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়।

নতুন প্রজন্ম পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যায়।

৯.৩.২ পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি

সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ফলে পারিবারিক কলহ বাড়তে থাকে।

উদাহরণ

- ভাই-বোনের বিরোধ
- উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব
- শ্বশুরবাড়ির সমস্যা
- আত্মীয়দের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি

এই ধরনের বিরোধ দীর্ঘমেয়াদে পরিবারের জন্য ক্ষতিকর।

৯.৩.৩ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর নেতিবাচক প্রভাব

শিশুরা বড়দের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে। যখন তারা দেখে–

- আত্মীয়দের সাথে ঝগড়া হচ্ছে,
- পারিবারিক সম্পর্ক নেই,
- একে অপরকে সম্মান করা হচ্ছে না,

তখন তারাও একই মানসিকতা নিয়ে বড় হয়।

ফলাফল

পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও আত্মীয়তার গুরুত্ব কমে যায়।

৯.৪ সামাজিক ক্ষতি

৯.৪.১ সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া

পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। পরিবার দুর্বল হলে সমাজও দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রভাব

- সামাজিক সহযোগিতা কমে যায়।
- পারস্পরিক আস্থা হ্রাস পায়।
- ভ্রাতৃত্ববোধ দুর্বল হয়।
- সামাজিক সংঘাত বৃদ্ধি পায়।

৯.৪.২ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা

আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল হলে মানুষ সমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ফলাফল

- সামাজিক অনুষ্ঠান কমে যায়।
- পারস্পরিক যোগাযোগ হ্রাস পায়।
- সহযোগিতার পরিবেশ নষ্ট হয়।

৯.৪.৩ মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধ শিখে। যখন এসব সম্পর্ক দুর্বল হয়, তখন–

- স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়।
- সহানুভূতি কমে যায়।
- মানবিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৯.৫ অর্থনৈতিক ক্ষতি

৯.৫.১ পারস্পরিক সহযোগিতা কমে যাওয়া

আত্মীয়রা সাধারণত একে অপরের অর্থনৈতিক সহায়তার বড় উৎস।

সম্পর্ক নষ্ট হলে–

- বিপদে সহযোগিতা পাওয়া যায় না।
- আর্থিক সংকটে সাহায্য পাওয়া কঠিন হয়।
- যৌথ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

৯.৫.২ দরিদ্র আত্মীয়দের অবহেলা

আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল হলে দরিদ্র ও অসহায় আত্মীয়রা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফলাফল

- দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়।
- সামাজিক বৈষম্য বাড়ে।

- পারিবারিক নিরাপত্তা কমে যায়।

৯.৬ নৈতিক ক্ষতি

৯.৬.১ ভালোবাসা ও সহানুভূতি হ্রাস

আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষকে ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ শেখায়। সম্পর্ক নষ্ট হলে–

- দয়া কমে যায়।
- সহমর্মিতা হ্রাস পায়।
- পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়।

৯.৬.২ হিংসা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি

যেখানে সম্পর্ক নেই, সেখানে ভুল বোঝাবুঝি এবং বিদ্বেষ সহজেই জন্ম নেয়।

ফলাফল

- শত্রুতা বৃদ্ধি পায়।
- পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়।
- মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়।

৯.৬.৩ ক্ষমাশীলতার অভাব

সম্পর্ক দুর্বল হলে মানুষ একে অপরকে ক্ষমা করতে চায় না। এর ফলে–

- বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- পারিবারিক সংকট বৃদ্ধি পায়।
- সম্পর্ক পুনর্গঠন কঠিন হয়ে পড়ে।

৯.৭ ধর্মীয় ক্ষতি

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা গুরুতর অপরাধ।

৯.৭.১ আল্লাহর অসন্তুষ্টি

আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আরবি আয়াত

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

বাংলা অর্থ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর।" **(সূরা আন-নিসা: ১)**

বিশ্লেষণ

এ আয়াত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

৯.৭.২ কবিরা গুনাহে জড়িয়ে পড়া

রাসূলুল্লাহ (সা.) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে বড় গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আরবি হাদিস

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

বাংলা অর্থ

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" **(সহিহ মুসলিম)**

ব্যাখ্যা

এই হাদিস আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব এবং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ভয়াবহতা প্রকাশ করে।

৯.৭.৩ দোয়া কবুলে প্রতিবন্ধকতা

ইসলামী শিক্ষায় উল্লেখ পাওয়া যায় যে মানুষের গুনাহ এবং অন্যায় কাজ তার দোয়া কবুলের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাও এমন একটি কাজ, যা আল্লাহর রহমত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

৯.৭.৪ বরকত হ্রাস পাওয়া

রাসূলুল্লাহ (সা.) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধি ও জীবনে বরকত লাভের কথা উল্লেখ করেছেন।

আরবি হাদিস

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

বাংলা অর্থ

"যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং তার আয়ুতে বরকত হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" **(সহিহ বুখারি)**

বিশ্লেষণ

এ থেকে বোঝা যায় যে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হলে জীবনের বরকতও কমে যেতে পারে।

৯.৮ জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষতি

আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্তিশালী হলে সমাজে সহযোগিতা, ঐক্য এবং পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে সম্পর্ক নষ্ট হলে–

- সামাজিক স্থিতিশীলতা দুর্বল হয়।
- পারিবারিক সহায়তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।
- সমাজে বিভাজন বৃদ্ধি পায়।
- নৈতিক অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়ে।

এর ফলে জাতীয় উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

৯.৯ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উপকারিতা

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে -

- পারিবারিক শান্তি বৃদ্ধি পায়।
- মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয়।
- সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।
- রিজিকে বরকত আসে।
- বিপদে সহযোগিতা পাওয়া যায়।
- ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুশিক্ষা লাভ করে।

অধ্যায় ১০ আধুনিক সমাজে আত্মীয়তার সংকট

১০.১ ভূমিকা

মানবজীবনে পরিবার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি অমূল্য সম্পদ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের প্রতিটি ধাপে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সংকট ও সাফল্যের মুহূর্তে আত্মীয়দের উপস্থিতি মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। ইসলামও আত্মীয়তার সম্পর্ককে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে এবং এটিকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে।

কিন্তু আধুনিক যুগে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, নগরায়ণ, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক নানা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি ব্যস্ত এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ফলে আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ববোধ, খোঁজখবর নেওয়া, পারিবারিক যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমান সমাজে আত্মীয়তার সংকট শুধু একটি পারিবারিক সমস্যা নয়; বরং এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক সংকট। এই সংকটের ফলে পরিবারে অশান্তি, সমাজে বিচ্ছিন্নতা এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে। তাই আধুনিক সমাজে আত্মীয়তার সংকটের কারণ, প্রভাব এবং সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১০.২ একক পরিবার ব্যবস্থার বিস্তার

বর্তমান যুগে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবার ব্যবস্থা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতে একই পরিবারের বহু সদস্য একসঙ্গে বসবাস করত। দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফু, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ পরিবার শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এর কারণ-

নগরায়ণ

কর্মসংস্থানের পরিবর্তন

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

সীমিত বাসস্থান

এর প্রভাব

আত্মীয়দের মধ্যে যোগাযোগ কমে যায়।

পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়।

নতুন প্রজন্ম আত্মীয়দের সম্পর্কে কম জানে।

পারস্পরিক সহযোগিতা হ্রাস পায়।

১০.৩ নগরায়ণ ও শহুরে জীবন

আধুনিক শহুরে জীবন মানুষের জীবনযাত্রায় বড় পরিবর্তন এনেছে। গ্রামাঞ্চলে আত্মীয়দের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও শহুরে জীবনে মানুষ অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

শহুরে জীবনের বৈশিষ্ট্য

কর্মব্যস্ততা

যানজট

সময়ের অভাব

প্রতিযোগিতামূলক জীবন

ফলাফল

আত্মীয়দের বাড়িতে যাওয়া কমে যায়।

পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ হ্রাস পায়।

সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তে ব্যক্তিগত জীবন গুরুত্ব পায়।

১০.৪ বিদেশে বসবাস ও অভিবাসন

বর্তমান সময়ে শিক্ষা, চাকরি এবং ব্যবসার কারণে অনেক মানুষ বিদেশে বসবাস করছে।

ইতিবাচক দিক

অর্থনৈতিক উন্নতি

নতুন সুযোগ সৃষ্টি

পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন

নেতিবাচক দিক

আত্মীয়দের সাথে শারীরিক দূরত্ব বৃদ্ধি

পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হওয়া

বৃদ্ধ পিতা-মাতার একাকীত্ব

আত্মীয়দের খোঁজখবর কমে যাওয়া

অনেক ক্ষেত্রে বছরের পর বছর আত্মীয়দের সাথে সরাসরি দেখা হয় না।

১০.৫ প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব

প্রযুক্তি মানুষের যোগাযোগ সহজ করেছে। মোবাইল ফোন, ভিডিও কল এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে দূরবর্তী আত্মীয়দের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায়। তবে এর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে।

নেতিবাচক দিক

বাস্তব সাক্ষাৎ কমে যাওয়া

ভার্চুয়াল সম্পর্কের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা

পারিবারিক সময় কমে যাওয়া

ভুল তথ্য ও ভুল বোঝাবুঝি বৃদ্ধি

বাস্তব চিত্র

অনেক পরিবারে দেখা যায়, সবাই একই ঘরে অবস্থান করলেও প্রত্যেকে নিজের মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকে। ফলে পারস্পরিক আলাপচারিতা কমে যায়।

১০.৬ অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততা

আধুনিক জীবনে অধিকাংশ মানুষ জীবিকা নির্বাহ এবং পেশাগত সাফল্যের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত।

কারণ

দীর্ঘ কর্মঘণ্টা

ব্যবসায়িক চাপ

শিক্ষাগত প্রতিযোগিতা

অর্থনৈতিক চাহিদা

প্রভাব

আত্মীয়দের সময় দেওয়া হয় না।

পারিবারিক অনুষ্ঠান এড়িয়ে যাওয়া হয়।

খোঁজখবর নেওয়ার অভ্যাস কমে যায়।

এর ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

১০.৭ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও ভোগবাদ

বর্তমান সমাজে মানুষ অর্থনৈতিক সাফল্যকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করছে।

ভোগবাদের প্রভাব

মানুষ সম্পর্কের চেয়ে সম্পদকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

আত্মীয়দের সাথে তুলনা বৃদ্ধি পায়।

হিংসা ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়।

মানবিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম সম্পদের প্রতি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেয় এবং মানবিক সম্পর্ককে সম্পদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

১০.৮ আত্মকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

আধুনিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এর ফলে-

মানুষ নিজের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়।

আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ববোধ কমে যায়।

পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়।

সহযোগিতার মানসিকতা হ্রাস পায়।

ইসলামের শিক্ষা

ইসলাম ব্যক্তিগত কল্যাণের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

১০.৯ পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

বর্তমান সমাজে অনেক পরিবারে ইসলামী ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা কমে গেছে।

এর লক্ষণ-

বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি অসম্মান

আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্বহীনতা

পারিবারিক ঐতিহ্যের অবহেলা

পারস্পরিক সহমর্মিতার অভাব

ফলাফল

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং আত্মীয়তার বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে।

১০.১০ বৃদ্ধ পিতা-মাতার অবহেলা

আধুনিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকট হলো বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়–

বৃদ্ধ পিতা-মাতা একাকী জীবনযাপন করেন।

সন্তানরা তাদের পর্যাপ্ত সময় দেয় না।

তাদের মানসিক ও শারীরিক প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়।

ইসলামের নির্দেশনা

আরবি আয়াত

فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

বাংলা অর্থ

"তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না।" (সূরা আল-ইসরা: ২৩)

এই আয়াত পিতা-মাতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়।

১০.১১ সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কমে যাওয়া

অতীতে আত্মীয়দের বিয়ে, আকীকা, ঈদ, জানাজা এবং অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যেত।

বর্তমানে–

ব্যস্ততার কারণে অংশগ্রহণ কমে গেছে।

পারিবারিক যোগাযোগ দুর্বল হয়েছে।

আত্মীয়দের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর ফলে পারিবারিক ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

১০.১২ ধর্মীয় সচেতনতার অভাব

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অন্যতম ভিত্তি হলো ধর্মীয় সচেতনতা।

যখন মানুষ ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়, তখন–

আত্মীয়দের অধিকার উপেক্ষিত হয়।

সম্পর্কের গুরুত্ব কমে যায়।

দায়িত্ববোধ দুর্বল হয়।

আরবি হাদিস

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

বাংলা অর্থ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"

(সহিহ বুখারি)

১০.১৩ আধুনিক সংকটের সামাজিক প্রভাব

আত্মীয়তার সংকটের কারণে সমাজে বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব দেখা দেয়।

সামাজিক প্রভাব

পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি

মানসিক অবসাদ

একাকীত্ব

সামাজিক সহযোগিতা হ্রাস
মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়
বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষের কষ্ট বৃদ্ধি

১০.১৪ ইসলামের দৃষ্টিতে সংকট উত্তরণের উপায়

আধুনিক সমাজের আত্মীয়তার সংকট মোকাবিলার জন্য ইসলাম কিছু বাস্তবসম্মত নির্দেশনা প্রদান করেছে।

১. নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা
ফোন, বার্তা বা সাক্ষাতের মাধ্যমে আত্মীয়দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

২. পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
বিয়ে, ঈদ, অসুস্থতা বা অন্যান্য উপলক্ষে আত্মীয়দের পাশে থাকা।

৩. আর্থিক সহযোগিতা
অসহায় আত্মীয়দের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করা।

৪. পারিবারিক শিক্ষা
শিশুদের ছোটবেলা থেকেই আত্মীয়তার গুরুত্ব শেখানো।

৫. ক্ষমাশীলতা
ছোটখাটো ভুলত্রুটি ক্ষমা করে সম্পর্ক বজায় রাখা।

৬. ইসলামী মূল্যবোধ চর্চা
কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

অধ্যায় ১১ বাংলাদেশের সমাজে বাস্তব চিত্র

বাংলাদেশের সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্কের বাস্তব চিত্র

১১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি পরিবারকেন্দ্রিক ও সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশ। এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িত। যুগ যুগ ধরে পারিবারিক বন্ধন, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ববোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সামাজিক সম্প্রীতি বাংলাদেশের সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত। গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

ইসলামি মূল্যবোধ, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক রীতিনীতির কারণে বাংলাদেশে আত্মীয়তার সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু আধুনিকায়ন, নগরায়ণ, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যের কারণে বর্তমানে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে কিছু ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক এখনও দৃঢ় ও কার্যকর রয়েছে, অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্কের অবনতি, দূরত্ব এবং দায়িত্ববোধের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

১১.২ বাংলাদেশের সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব

বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো মূলত পরিবারকেন্দ্রিক। একজন ব্যক্তি জন্মের পর থেকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মীয়দের সহযোগিতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে।

আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব

পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।

বিপদে সহায়তা প্রদান করে।

মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি করে।

সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখে।

মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে।

গ্রামীণ সমাজে এখনও অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়দের সহযোগিতা ছাড়া বড় কোনো পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না।

১১.৩ গ্রাম ও শহরের আত্মীয়তার সম্পর্কের পার্থক্য

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়।

গ্রামীণ সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক

গ্রামে সাধারণত মানুষ একে অপরের কাছাকাছি বসবাস করে।

বৈশিষ্ট্য

নিয়মিত যোগাযোগ থাকে।

পারিবারিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়।

অসুস্থতা বা বিপদে আত্মীয়রা দ্রুত পাশে দাঁড়ায়।

সামাজিক সহযোগিতা বেশি থাকে।

পারিবারিক মূল্যবোধ তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী থাকে।

শহুরে সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক

শহরের জীবন অধিক ব্যস্ত ও প্রতিযোগিতামূলক।

বৈশিষ্ট্য

আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ সীমিত।

সময়ের অভাবে সাক্ষাৎ কম হয়।

ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পারিবারিক সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

ফলাফল

অনেক সময় একই শহরে বসবাস করেও আত্মীয়দের মধ্যে দীর্ঘদিন যোগাযোগ থাকে না।

১১.৪ যৌথ পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তন

অতীতে বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবার ছিল যৌথ পরিবার।

যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য

একসাথে বসবাস

সম্পদের যৌথ ব্যবহার

পারস্পরিক সহযোগিতা

বয়োজ্যেষ্ঠদের তত্ত্বাবধান

বর্তমানে যৌথ পরিবারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

কারণ

নগরায়ণ

কর্মসংস্থানের পরিবর্তন

সীমিত বাসস্থান

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

প্রভাব

আত্মীয়দের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়েছে।

শিশুদের আত্মীয়দের সাথে পরিচিতি কমে গেছে।

১১.৫ বৃদ্ধ পিতা-মাতার বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন একটি দীর্ঘদিনের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ।

তবে বর্তমান সময়ে কিছু ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

সমস্যা

একাকীত্ব

পর্যাপ্ত যত্নের অভাব

মানসিক অবহেলা

অর্থনৈতিক অনিরাপত্তা

ইসলামের নির্দেশনা

আরবি আয়াত

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

বাংলা অর্থ

"পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো।" (সূরা আল-বাকারাহ: ৮৩)

এই নির্দেশনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

১১.৬ সম্পত্তিগত বিরোধ ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশের সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ হলো সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ।

সাধারণ বিরোধ

উত্তরাধিকার বণ্টন

জমিজমা নিয়ে বিরোধ

পারিবারিক সম্পদের মালিকানা

ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব

নেতিবাচক প্রভাব

ভাই-বোনের সম্পর্ক নষ্ট হয়।

আত্মীয়দের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘমেয়াদি পারিবারিক বিভক্তি তৈরি হয়।

১১.৭ অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রভাব

বর্তমান সমাজে ধনী ও দরিদ্র আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর প্রভাব

সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

আত্মীয়দের মধ্যে হীনমন্যতা জন্মায়।

পারস্পরিক সম্পর্ক দুর্বল হয়।

ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে সম্পর্কের মূল্যায়ন করা হয়, যা ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী।

১১.৮ বিদেশে অবস্থানকারী আত্মীয়দের প্রভাব

বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ শিক্ষা, চাকরি এবং ব্যবসার কারণে বিদেশে অবস্থান করছে।

ইতিবাচক দিক

অর্থনৈতিক উন্নতি

পরিবারের জীবনমান বৃদ্ধি

আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি

নেতিবাচক দিক

আত্মীয়দের সাথে সরাসরি যোগাযোগ কমে যায়।

পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ সীমিত হয়।

আবেগিক দূরত্ব তৈরি হয়।

১১.৯ প্রযুক্তির কারণে সম্পর্কের পরিবর্তন

বর্তমানে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন এনেছে।

ইতিবাচক দিক

দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব।

দূরবর্তী আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ সহজ হয়েছে।

পারিবারিক খবর সহজে জানা যায়।

নেতিবাচক দিক

বাস্তব সাক্ষাৎ কমে গেছে।

সম্পর্ক ভার্চুয়াল হয়ে পড়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১.১০ পারিবারিক অনুষ্ঠানের গুরুত্ব হ্রাস

বাংলাদেশের সমাজে একসময় আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় করার অন্যতম মাধ্যম ছিল বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান।

যেমন–

বিয়ে

আকীকা

ঈদ

মিলাদ

পারিবারিক দাওয়াত

বর্তমানে ব্যস্ততা এবং দূরত্বের কারণে এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কমে যাচ্ছে।

ফলাফল

আত্মীয়দের মধ্যে পরিচিতি কমে যায়।

সম্পর্ক দুর্বল হয়।

পারিবারিক ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১১.১১ নতুন প্রজন্মের মধ্যে আত্মীয়তার ধারণা

বর্তমান প্রজন্ম প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশে বড় হচ্ছে।

ইতিবাচক দিক

আধুনিক চিন্তাভাবনা

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ

শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

নেতিবাচক দিক

আত্মীয়দের সাথে বাস্তব সম্পর্ক কমে যাওয়া

পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা

আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা বৃদ্ধি

প্রয়োজন

শিশুদের ছোটবেলা থেকেই আত্মীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।

১১.১২ বাংলাদেশের সমাজে ইতিবাচক দিকসমূহ

যদিও বিভিন্ন সংকট রয়েছে, তবুও বাংলাদেশের সমাজে এখনও আত্মীয়তার সম্পর্কের অনেক ইতিবাচক দিক বিদ্যমান।

উদাহরণ

বিপদে আত্মীয়দের সহযোগিতা

অসুস্থতার সময় পাশে দাঁড়ানো

বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্য করা

ঈদ ও ধর্মীয় উৎসবে পারিবারিক মিলন

এসব বিষয় এখনও বাংলাদেশের সমাজকে অন্যান্য অনেক সমাজ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।

১১.১৩ ইসলামের আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার মূল্যায়ন

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করে।

আরবি আয়াত

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

বাংলা অর্থ

"নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর।" (সূরা আল-ইসরা: ২৬)

বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যায় যে অনেক মানুষ আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালন করলেও কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

প্রয়োজনীয় বিষয়

আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া

বৃদ্ধদের সম্মান করা

দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্য করা

পারিবারিক বিরোধ ন্যায়ভিত্তিকভাবে সমাধান করা

নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা

১১.১৪ আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্তিশালী করার করণীয়

বাংলাদেশের সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

করণীয়

১. আত্মীয়দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

২. পারিবারিক অনুষ্ঠান ও মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করা।

৩. অসহায় আত্মীয়দের সাহায্য করা।

৪. পারিবারিক বিরোধ দ্রুত সমাধান করা।

৫. শিশুদের আত্মীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।

৬. ইসলামী মূল্যবোধ চর্চা করা।

অধ্যায় ১২ ইসলামের সমাধান ও করণীয়

১২.১ ভূমিকা

মানবজীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি অমূল্য নিয়ামত। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে মানুষ ভালোবাসা, নিরাপত্তা, সহযোগিতা এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে এবং এটিকে ঈমান ও উত্তম চরিত্রের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছে। কুরআন ও সুন্নাহতে আত্মীয়দের হক আদায়, তাদের সাথে সদাচরণ এবং সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে অসংখ্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান যুগে আত্মীয়তার সম্পর্ক নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়ছে। পারিবারিক কলহ, সম্পত্তিগত বিরোধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রযুক্তিনির্ভর জীবন, অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততা এবং আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা মানুষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করছে। ফলে পরিবারে অশান্তি, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে। ইসলাম শুধু সমস্যার কথা উল্লেখ করেনি; বরং এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবসম্মত ও কার্যকর দিকনির্দেশনাও প্রদান করেছে। আত্মীয়তার সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার জন্য ইসলামে বিভিন্ন করণীয় ও নৈতিক শিক্ষা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উপায়, বর্তমান সংকট উত্তরণের পথ এবং পারিবারিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন করণীয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

১২.২ আত্মীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রথম ধাপ হলো এর গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। অনেক মানুষ আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। ফলে তারা সম্পর্কের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করে না। ইসলামের শিক্ষা

আরবি হাদিস

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

বাংলা অর্থ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" **(সহিহ বুখারি)**

করণীয়

- আত্মীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ।
- পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা।
- শিশুদের ছোটবেলা থেকে পারিবারিক দায়িত্ব শেখানো।
- ধর্মীয় আলোচনা ও শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি।

১২.৩ নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা

আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো নিয়মিত যোগাযোগ। বর্তমান যুগে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম থাকলেও অনেক মানুষ আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

যোগাযোগের উপায়

- সরাসরি সাক্ষাৎ
- টেলিফোন
- ভিডিও কল
- বার্তা আদান-প্রদান
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

উপকারিতা

- সম্পর্ক দৃঢ় হয়।
- ভুল বোঝাবুঝি কমে।
- পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।
- পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালী হয়।

১২.৪ সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়

ইসলাম মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধির জন্য সালামের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

আরবি হাদিস

أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

বাংলা অর্থ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচলন করো।" **(সহিহ মুসলিম)**

বাস্তব প্রয়োগ

- আত্মীয়দের দেখা হলে সালাম দেওয়া।
- ফোন বা বার্তার শুরুতে সালাম ব্যবহার করা।
- ঈদ ও বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা বিনিময় করা।

১২.৫ পারিবারিক বৈঠক ও মিলনমেলার আয়োজন

বর্তমান সমাজে আত্মীয়দের মধ্যে দূরত্ব কমানোর জন্য পারিবারিক মিলনমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দেশ্য

- আত্মীয়দের মধ্যে পরিচয় বৃদ্ধি
- সম্পর্ক দৃঢ় করা
- পারিবারিক সমস্যা আলোচনা
- নতুন প্রজন্মকে পারিবারিক ইতিহাস জানানো

উপকারিতা

- ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়।
- ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।
- পারিবারিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

১২.৬ পারিবারিক বিরোধের ন্যায়সঙ্গত সমাধান

বিরোধ ও মতপার্থক্য মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিষয়। তবে এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হলে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইসলামের নির্দেশনা

আরবি আয়াত

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

বাংলা অর্থ

"তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" **(সূরা আল-হুজুরাত: ১০)**

করণীয়

- দ্রুত বিরোধ সমাধান করা।
- ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।
- তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মীমাংসা করা।
- অহংকার পরিহার করা।

১২.৭ ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা

আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে ক্ষমাশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আরবি আয়াত

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا

বাংলা অর্থ

"তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে।" **(সূরা আন-নূর: ২২)**

গুরুত্ব

- সম্পর্ক পুনরুদ্ধার হয়।
- বিদ্বেষ কমে যায়।
- পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২.৮ দরিদ্র ও অসহায় আত্মীয়দের সহযোগিতা

আর্থিক সহযোগিতা আত্মীয়তার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে।

আরবি আয়াত

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

বাংলা অর্থ

"নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর।" **(সূরা আল-ইসরা: ২৬)**

সহযোগিতার ক্ষেত্র

- খাদ্য সহায়তা

- চিকিৎসা ব্যয়
- শিক্ষা সহায়তা
- কর্মসংস্থানে সহযোগিতা

১২.৯ পিতা-মাতার যথাযথ যত্ন নেওয়া

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আরবি আয়াত

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

বাংলা অর্থ

"পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো।" **(সূরা আল-বাকারাহ: ৮৩)**

করণীয়

- তাদের সম্মান করা।
- প্রয়োজন পূরণ করা।
- অসুস্থতায় সেবা করা।
- তাদের জন্য দোয়া করা।

১২.১০ এতিম ও অসহায় আত্মীয়দের দায়িত্ব গ্রহণ

ইসলাম এতিম ও অসহায় মানুষের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

আরবি হাদিস

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

বাংলা অর্থ

"আমি এবং এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে একসাথে থাকব।"

(সহিহ বুখারি)

করণীয়

- এতিমদের শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।
- সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- মানসিক সহযোগিতা প্রদান করা।

১২.১১ গীবত, অপবাদ ও হিংসা পরিহার

আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ হলো গীবত, অপবাদ এবং হিংসা।

আরবি আয়াত

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

বাংলা অর্থ

"তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে।" **(সূরা আল-হুজুরাত: ১২)**

করণীয়

- অন্যের দোষ প্রচার না করা।
- মিথ্যা অপবাদ থেকে বিরত থাকা।
- হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার করা।
- সুন্দর ভাষায় কথা বলা।

১২.১২ শিশুদের আত্মীয়তার শিক্ষা দেওয়া

- পরিবার হলো শিশুর প্রথম শিক্ষালয়।
- শিশুদের শেখানো প্রয়োজন
- আত্মীয়দের সম্মান করা।
- বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করা।
- অসহায়দের সাহায্য করা।
- পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা।

ফলাফল

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আত্মীয়তার গুরুত্ব বুঝবে।

পারিবারিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হবে।

১২.১৩ ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা

আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্তিশালী করার মূল ভিত্তি হলো ইসলামী শিক্ষা।

করণীয়

কুরআন অধ্যয়ন

হাদিস শিক্ষা

পারিবারিক ধর্মীয় আলোচনা

ইসলামী আদর্শ অনুসরণ

উপকারিতা

- দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।
- পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়।
- নৈতিক উন্নতি ঘটে।

১২.১৪ সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজকেও ভূমিকা পালন করতে হবে।

উদ্যোগসমূহ

- পারিবারিক কাউন্সেলিং
- সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি
- মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম
- ইসলামী সেমিনার ও আলোচনা

ফলাফল

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

পারিবারিক বিরোধ কমবে।

আত্মীয়তার গুরুত্ব পুনরুজ্জীবিত হবে।

১২.১৫ আধুনিক প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার

প্রযুক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল করার পরিবর্তে শক্তিশালী করতেও ব্যবহৃত হতে পারে।

ব্যবহার

নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া

পারিবারিক গ্রুপ তৈরি করা

দূরবর্তী আত্মীয়দের সাথে ভিডিও কলে যোগাযোগ

পারিবারিক অনুষ্ঠান সমন্বয় করা

১২.১৬ আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধন

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের আচরণ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

আত্মজিজ্ঞাসা

আমি কি আত্মীয়দের খোঁজখবর নিই?

আমি কি তাদের অধিকার আদায় করি?

আমি কি কাউকে কষ্ট দিয়েছি?

আমি কি সম্পর্ক পুনর্গঠনের চেষ্টা করছি?

এই ধরনের আত্মসমালোচনা মানুষকে সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করে।

অধ্যায় ১৩ ইসলামী আইন ও আত্মীয়ের অধিকার

ইসলামী আইন ও আত্মীয়ের অধিকার

১৩.১ ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান করেছে। ইসলামী শরিয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ন্যায়বিচার, মানবিকতা এবং প্রত্যেক মানুষের অধিকার সংরক্ষণ। আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুরআন ও সুন্নাহতে আত্মীয়দের হক, দায়িত্ব, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী আইন শুধু ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককেও সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য কার্যকর বিধান প্রদান করে। আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার মাধ্যমে পরিবারে শান্তি, সমাজে স্থিতিশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালন শুধু সামাজিক কর্তব্য নয়; বরং এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

১৩.২ ইসলামী আইনে আত্মীয়তার গুরুত্ব

ইসলামী শরিয়তে আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকে ইবাদত এবং সম্পর্ক ছিন্ন করাকে গুনাহ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আরবি আয়াত

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

বাংলা অর্থ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর।" **(সূরা আন-নিসা: ১)**

ব্যাখ্যা

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা শুধু একটি সামাজিক বিষয় নয়; বরং এটি আল্লাহর নির্দেশ।

১৩.৩ উত্তরাধিকার আইন (ইলমুল ফারায়েজ)

ইসলামী আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হলো উত্তরাধিকার বণ্টনের সুস্পষ্ট বিধান। ইসলাম এমন একটি উত্তরাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, যেখানে আত্মীয়দের অধিকার নির্ধারিত এবং সংরক্ষিত।

উত্তরাধিকার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

সম্পদের সুষম বণ্টন

পারিবারিক বিরোধ কমানো

দুর্বল সদস্যদের অধিকার নিশ্চিত করা

১৩.৩.১ কুরআনে উত্তরাধিকারের বিধান

আরবি আয়াত

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

বাংলা অর্থ

"পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায়, তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও অংশ রয়েছে।" **(সূরা আন-নিসা: ৭)**

বিশ্লেষণ

এই আয়াত নারীদের উত্তরাধিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘোষণা। ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করেছে।

১৩.৩.২ উত্তরাধিকারীদের প্রধান শ্রেণি

ইসলামী আইনে উত্তরাধিকারীরা সাধারণত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. ঊর্ধ্বতন আত্মীয়

পিতা

মাতা

দাদা

দাদি

২. অধস্তন আত্মীয়

ছেলে

মেয়ে

নাতি

নাতনি

৩. পার্শ্ববর্তী আত্মীয়

ভাই

বোন

চাচা

ফুফু

মামা

খালা

প্রত্যেকের অংশ ইসলামী শরিয়তে নির্ধারিত।

১৩.৪ ভরণপোষণের বিধান (নাফাকা)

ইসলামে পরিবারের অসহায় সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভরণপোষণের অন্তর্ভুক্ত

খাদ্য

বস্ত্র

বাসস্থান

চিকিৎসা

প্রয়োজনীয় শিক্ষা

১৩.৪.১ পিতা-মাতার ভরণপোষণ

সন্তানদের ওপর বৃদ্ধ ও অসহায় পিতা-মাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব রয়েছে।

আরবি আয়াত

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

বাংলা অর্থ

"বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।" **(সূরা আল-ইসরা: ২৪)**

ব্যাখ্যা

পিতা-মাতার সেবা ও ভরণপোষণ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১৩.৪.২ স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ

ইসলামী আইনে স্বামীর ওপর স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ বাধ্যতামূলক।

অন্তর্ভুক্ত

খাদ্য

বস্ত্র

বাসস্থান

চিকিৎসা

প্রয়োজনীয় ব্যয়

এ দায়িত্ব পালন করা স্বামীর জন্য ধর্মীয় কর্তব্য।

১৩.৪.৩ অসহায় আত্মীয়দের সহায়তা

যেসব আত্মীয় অসহায়, দরিদ্র অথবা কর্মক্ষম নয়, তাদের সহায়তা করা ইসলামের শিক্ষা।

আরবি আয়াত

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

বাংলা অর্থ

"নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর।" (সূরা আল-ইসরা: ২৬)

১৩.৫ ওসিয়তের বিধান

ওসিয়ত হলো মৃত্যুর পূর্বে নিজের সম্পদের একটি অংশ কল্যাণমূলক কাজে অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্ধারণ করে যাওয়া।

১৩.৫.১ ওসিয়তের গুরুত্ব

আরবি আয়াত

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

বাংলা অর্থ

"তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে যদি সে সম্পদ রেখে যায়, তবে ওসিয়ত করা তার জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারাহ: ১৮০)

গুরুত্ব

কল্যাণমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অসহায় মানুষের উপকার হয়।

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

১৩.৫.২ ওসিয়তের সীমা

ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী ওসিয়ত সাধারণত মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত করা যায়।

এর বেশি ওসিয়ত করলে উত্তরাধিকারীদের সম্মতি প্রয়োজন হয়।

১৩.৬ অভিভাবকত্ব (ওয়িলায়াহ)

ইসলামে এতিম, নাবালক এবং অসহায় ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য অভিভাবকত্বের ব্যবস্থা রয়েছে।

অভিভাবকের দায়িত্ব

সম্পদের সুরক্ষা

শিক্ষা নিশ্চিত করা

নিরাপত্তা প্রদান

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া

১৩.৬.১ এতিমদের অভিভাবকত্ব

ইসলাম এতিমদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

আরবি আয়াত

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

বাংলা অর্থ

"এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, তবে উত্তম পদ্ধতিতে হলে ভিন্ন কথা।" (সূরা আল-আন 'আম: ১৫২)

ব্যাখ্যা

অভিভাবকের দায়িত্ব হলো এতিমের সম্পদ ও অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।

১৩.৭ যাকাত ও আত্মীয়দের অধিকার

ইসলামে যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত।

যেসব আত্মীয় যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত, তাদের যাকাত দেওয়া অধিক উত্তম।

কারণ

দান ও আত্মীয়তা– উভয় সওয়াব পাওয়া যায়।

দরিদ্র আত্মীয়দের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

১৩.৮ পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ইসলামী আইন

ইসলামী আইন পারিবারিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের নির্দেশ দেয়।

করণীয়

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

সালিশ ব্যবস্থা

উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা

ইসলামী বিধান অনুসরণ করা

আরবি আয়াত

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

বাংলা অর্থ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেন।" (সূরা আন-নাহল: ৯০)

১৩.৯ নারী আত্মীয়দের অধিকার

ইসলামী আইন নারী আত্মীয়দের অধিকার সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

নারীদের অধিকার

উত্তরাধিকার

মোহর

ভরণপোষণ

সম্মান ও মর্যাদা

নিরাপত্তা

ইসলামের আগমনের পূর্বে নারীরা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু ইসলাম তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে।

১৩.১০ আত্মীয়দের সামাজিক নিরাপত্তা

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় আত্মীয়দের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্র

চিকিৎসা সহায়তা

শিক্ষা

অর্থনৈতিক সহযোগিতা

আশ্রয়

নৈতিক সহায়তা

এগুলো একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৩.১১ ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরিয়াহ) ও আত্মীয়দের অধিকার

ইসলামী আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

প্রধান উদ্দেশ্য

ধর্মের সুরক্ষা

জীবনের সুরক্ষা

সম্পদের সুরক্ষা

বংশের সুরক্ষা

বিবেকের সুরক্ষা

আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার মাধ্যমে এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়।

১৩.১২ বর্তমান সমাজে ইসলামী আইনের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সমাজে পারিবারিক বিরোধ, সম্পত্তিগত সমস্যা, বৃদ্ধদের অবহেলা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের অবক্ষয় ক্রমবর্ধমান।

এই পরিস্থিতিতে ইসলামী আইনের ন্যায়ভিত্তিক বিধান বাস্তবায়ন করলে–

পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিরোধ কমে যাবে।

দুর্বল মানুষের অধিকার রক্ষা হবে।

সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

অধ্যায় ১৪ অন্যান্য ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার সাথে ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা

১৪.১ ভূমিকা

মানবসমাজের প্রতিটি ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পরিবার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ পরিবার হলো সমাজের মৌলিক একক এবং আত্মীয়তার বন্ধন মানুষের সামাজিক জীবনের অন্যতম ভিত্তি। বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তবে এসব নীতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্যও বিদ্যমান। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে কেবল একটি সামাজিক প্রয়োজন হিসেবে বিবেচনা করেনি; বরং এটিকে ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহতে আত্মীয়দের অধিকার রক্ষা, সম্পর্ক বজায় রাখা, আর্থিক সহযোগিতা প্রদান এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। অন্যদিকে আধুনিক সমাজব্যবস্থা এবং কিছু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত জীবনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

১৪.২ ইসলামে আত্মীয়তার ধারণা

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ককে “সিলাতুর রাহিম” বলা হয়। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

আরবি আয়াত

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

বাংলা অর্থ

“নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর।” (সূরা আল-ইসরা: ২৬)

ইসলামে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের খোঁজখবর নেওয়া, অসুস্থতার সময় পাশে দাঁড়ানো, আর্থিক সাহায্য করা এবং তাদের অধিকার আদায় করা ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত।

১৪.৩ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজের তুলনা

বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পাশ্চাত্য সমাজের বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারা

স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পৃথক পারিবারিক কাঠামো

সীমিত আত্মীয়তা-ভিত্তিক দায়িত্ব

অনেক ক্ষেত্রে সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর আলাদা জীবনযাপন শুরু করে এবং আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ সীমিত হয়ে যায়।

ইসলামের অবস্থান

ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিলেও পারিবারিক দায়িত্বকে অবহেলা করার অনুমতি দেয় না।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য

পরিবারকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা

পিতা-মাতার সেবা বাধ্যতামূলক

আত্মীয়দের সহযোগিতা

সামাজিক দায়িত্ববোধ

তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলাম পাশ্চাত্য সমাজ

পরিবারকেন্দ্রিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক

আত্মীয়তার সম্পর্ক ইবাদত সামাজিক সম্পর্ক

পিতা-মাতার সেবা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অধিক গুরুত্ব পায়
পারস্পরিক সহযোগিতা উৎসাহিত ব্যক্তিগত দায়িত্ব বেশি

১৪.৪ ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের তুলনা

হিন্দু ধর্মেও পরিবার ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

হিন্দু ধর্মে আত্মীয়তার গুরুত্ব

বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান
পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা
পূর্বপুরুষের স্মরণ
পারিবারিক দায়িত্ব পালন
তবে বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও শ্রেণিভেদ অনেক সময় সমতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য

ইসলামে বংশ, জাতি বা সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তে তাকওয়া ও নৈতিকতার ভিত্তিতে মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

আরবি আয়াত

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

বাংলা অর্থ

"আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সে-ই, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।" (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)

১৪.৫ ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের তুলনা

খ্রিস্টধর্মেও পরিবার এবং আত্মীয়তার গুরুত্ব স্বীকৃত।
খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা
পিতা-মাতার সম্মান

ভালোবাসা ও ক্ষমাশীলতা
দরিদ্রদের সাহায্য
এসব বিষয়ে ইসলামের সাথে অনেক মিল রয়েছে।

পার্থক্য
ইসলামে আত্মীয়দের আর্থিক অধিকার, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ এবং পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আইন রয়েছে, যা অধিক সুসংগঠিত।
খ্রিস্টধর্মে এসব বিষয়ে নৈতিক শিক্ষা থাকলেও ইসলামের মতো বিস্তারিত আইনগত কাঠামো নেই।

১৪.৬ ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনা
বৌদ্ধ ধর্মে দয়া, সহানুভূতি এবং অহিংসার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্য
মানবিক আচরণ
সহনশীলতা
পারিবারিক দায়িত্ব
নৈতিক জীবনযাপন

ইসলামের বৈশিষ্ট্য
ইসলাম শুধু নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেনি; বরং আত্মীয়দের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আইনগত বিধানও দিয়েছে।

উদাহরণ
উত্তরাধিকার
ভরণপোষণ
যাকাত
অভিভাবকত্ব

১৪.৭ যৌথ পরিবার ও একক পরিবারের তুলনা

যৌথ পরিবার

যৌথ পরিবারে একাধিক প্রজন্ম একসাথে বসবাস করে।

সুবিধা

পারস্পরিক সহযোগিতা

বৃদ্ধদের যত্ন

শিশুদের পারিবারিক শিক্ষা

অর্থনৈতিক সহযোগিতা

অসুবিধা

মতবিরোধের সম্ভাবনা

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা

পারিবারিক দ্বন্দ্ব

একক পরিবার

একক পরিবারে সাধারণত স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানরা বসবাস করে।

সুবিধা

স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা

সহজ ব্যবস্থাপনা

অসুবিধা

আত্মীয়দের সাথে দূরত্ব

বৃদ্ধদের অবহেলার ঝুঁকি

একাকীত্ব

ইসলামের অবস্থান

ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট পারিবারিক কাঠামো বাধ্যতামূলক করেনি। তবে যে কাঠামোই হোক, আত্মীয়দের অধিকার রক্ষা এবং সম্পর্ক বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

১৪.৮ আধুনিক সমাজ ও ইসলামের পার্থক্য

বর্তমান বিশ্বে আধুনিকতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে সামাজিক সম্পর্কের ধরন পরিবর্তিত হয়েছে।

আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য

ব্যস্ত জীবন

প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ

ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার

পারিবারিক দূরত্ব

ইসলামের শিক্ষা

ইসলাম আধুনিকতার বিরোধিতা করে না; তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক অবহেলা করার অনুমতি দেয় না।

ইসলামের নির্দেশনা

আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া

পারিবারিক দায়িত্ব পালন

সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

মানবিক সম্পর্ক সংরক্ষণ

১৪.৯ ইসলামের আত্মীয়তা ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ইসলামের আত্মীয়তা ব্যবস্থা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য অনেক সমাজব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র।

১. ইবাদতের মর্যাদা

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ইসলামে ইবাদত হিসেবে গণ্য।

২. কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নির্দেশনা

সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

৩. আইনগত কাঠামো

উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্বের বিধান রয়েছে।

৪. সামাজিক নিরাপত্তা

দরিদ্র ও অসহায় আত্মীয়দের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

আত্মীয়তার সম্পর্ককে জান্নাত লাভের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪.১০ বিশ্বায়নের যুগে ইসলামের আত্মীয়তা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মানুষের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেলেও আত্মীয়তার প্রয়োজনীয়তা কমে যায়নি।
বরং–
একাকীত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
মানসিক চাপ বেড়েছে।
সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে।

এ অবস্থায় ইসলামের আত্মীয়তা বিষয়ক শিক্ষা পরিবার ও সমাজকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

১৪.১১ সমকালীন বাস্তবতায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব

আধুনিক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ইসলামের আত্মীয়তা বিষয়ক নীতিমালা অত্যন্ত কার্যকর।

কারণ

ন্যায়ভিত্তিক

মানবিক

ভারসাম্যপূর্ণ

বাস্তবসম্মত

সর্বজনীন

ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে টেকসই ও অর্থবহ করে তোলে।

উপসংহার

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি বিষয়ের সুষ্ঠু দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিকটাত্মীয়ের হক ও অধিকার রক্ষা করা শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে যে ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে মূল্যায়ন করেছে। আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা, দয়া, সহানুভূতি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা, দাদা-দাদি, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়, এতিম ও অসহায় আত্মীয়– সকলের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আত্মীয়দের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সহিহ হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে গুরুতর গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে ইসলাম পারিবারিক সম্পর্ককে সমাজের স্থিতিশীলতা ও মানবিকতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। বর্তমান সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। আধুনিক জীবনব্যবস্থা, অতিরিক্ত ব্যস্ততা, প্রযুক্তিনির্ভরতা, সম্পত্তিগত বিরোধ, অহংকার এবং আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার কারণে মানুষের মধ্যে পারিবারিক দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া, অসুস্থতায় পাশে দাঁড়ানো কিংবা পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখার মানসিকতা কমে যাচ্ছে। এর ফলে পরিবারে অশান্তি, মানসিক একাকীত্ব এবং সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে এতিম, অসহায় ও দরিদ্র আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনেক মানুষ অবহেলা প্রদর্শন করে। অথচ ইসলাম তাদের অধিকার রক্ষা এবং ভরণপোষণের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। একজন মুসলমানের দায়িত্ব হলো নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মীয়দের সাহায্য করা এবং তাদের কষ্টে পাশে দাঁড়ানো। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য বাস্তবসম্মত ও মানবিক কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন– আত্মীয়দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা,

পারিবারিক বিরোধ ধৈর্য ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাধান করা, পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা, ক্ষমাশীল হওয়া এবং পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা। বিশেষ করে শিশুদের ছোটবেলা থেকেই আত্মীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পারিবারিক সম্পর্কের মর্যাদা বুঝতে পারে।

একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য পারিবারিক সম্পর্কের দৃঢ়তা অত্যন্ত প্রয়োজন। আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্তিশালী হলে সমাজে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল হয়ে গেলে সমাজে বিচ্ছিন্নতা, হিংসা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। তাই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আত্মীয়দের অধিকার আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।

সর্বোপরি বলা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিকটাত্মীয়ের হক ও অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে পরিবারে শান্তি, সমাজে সম্প্রীতি এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলামের শিক্ষা মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে, যা একটি আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, আত্মীয়দের হক যথাযথভাবে আদায় করা এবং ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণ করে একটি সুন্দর ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া।